ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 December, 2023 ■ আগরতলা ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৪ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৩টি ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নীতি আয়োগের বৈঠক

সমন্বিত উদ্যোগে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ ড. সরস্বতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্প কারখানা গড়ে তোলা হলে পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা নানা দিক দিয়ে উপকৃত হবে। এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে তেমনি রাজ্যের উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদা অন্যত্রও গিয়ে পৌঁছবে। এক্ষেত্রে আনারস, রাবার, আগর, বাঁশ, কাঁঠাল বড় ভূমিকা নিতে পারে। আজ সকালে সরকারি অতিথি নিবাসে রাজ্যের শিল্পপতি ও বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে নীতি আয়োগের সদস্য ড় ভি কে সরস্বত একথা বলেন।

তাছাড়াও সরকারি অতিথি নিবাসে নাগরিক সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ ও রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠকে নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। বৈঠকে নীতি আয়োগের সদস্য ড় ভি কে সরস্বত বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এই লক্ষ্যে কিভাবে রাজ্যগুলিকে আরও এগিয়ে নেওয়া যায় সে বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। সমাজের কোনও ব্যক্তি যাতে উন্নয়নের ধারা থেকে বাদ না যান তা সুনিশ্চিত করাই হচ্ছে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার প্রধান লক্ষ্য। এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির বড় ভূমিকা রয়েছে। সবার পরামর্শ নিয়েই বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, নীতি আয়োগ হচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় সেতু। রাজ্য সফরের দ্বিতীয় দিন নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদলটি আজ সকালে সমাজের তিনটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৈঠক করে এই রাজ্যের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হন। এই সব সমস্যা দূর করে কিভাবে সমন্বিত উদ্যোগে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়েও নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদল পরামর্শ দেন।

নীতি আয়োগের সদস্য ড় ভি কে সরস্বত বলেন, গতকাল রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক হয়েছে। একটা বিষয় পরিষ্কার যে রাজ্যের উন্নয়নের ব্যাপারে শিল্পের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। ভৌগোলিক দিক দিয়ে এই রাজ্যের নানা সমস্যা থাকলেও বিশেষ কিছু শিল্প এখানে দারুণভাবে সফল হতে পারে। নানা প্রতিকূলতা সত্বেও ত্রিপুরার আনারসের সুনাম গোটা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে গেছে। একে কাজে লাগাতে হবে। চা শিল্পের ক্ষেত্রে গ্যাস ব্যবহার না করে মিথানল ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিয়ে ড় সরস্বত বলেন, এতে একদিকে যেমন অর্থের সাশ্রয় হবে তেমনি পরিবেশ দূষণও অনেক কম হবে। আনারসকে ভিত্তি করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা হলে এটি অনেক লাভজনক হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ছোটোখাটো কোনও স্টোরেজ গড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবশেষে ভোল বদল, লোকসভা নির্বাচনে

ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে লড়াইয়ের বার্তা দিলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। অবশেষে ভোল বদল পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন তিনি।

অতি সম্প্রতি একলা চল ডাক দিয়েছিলেন মানিক বাবু। দলেই কোনঠাসা হয়ে এবং কংগ্রেসের বিদ্রুপ শুনে হুঁশ ফিরেছেন তাঁর। তাই তিনি ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে লড়াইয়ে ফিরেছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ।

প্রসঙ্গত, গত ২২ নভেম্বর পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার প্রয়াত বাসুদেব আচারিয়ার স্মরণসভায় গিয়ে লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে সিপিএম এককভাবে লড়াই করবে একথা বলেন। তাঁর সাফ কথা ছিল, তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে শত্রু- মিত্রের পরিচয় মিলেছে। তাই লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে লড়াইয়ে কোমড় শক্ত করতে হবে। আজ প্রয়াত কমরেড চুনিলাল সাহার স্মরণ সভায় মানিক সরকার ইন্ডিয়া জোটের পক্ষে লড়াইয়ের বার্তা দিয়েছেন।

লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে সিপিএম এককভাবে লড়াই করবে। সম্প্রতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে টেট উত্তীর্ণরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ফের নিয়োগের দাবিতে বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করল ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকুরিপ্রার্থী যুবক যুবতীরা। জানা যায়, ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ বেকার যুবক যুবতীরা নিয়োগের দাবিতে ইতিপূর্বে রাজ্য মন্ত্রীর সভার অন্যান্য সদস্য সদস্যাদের সাথে দেখা করেছেন। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয়নি। বাধ্য হয়ে তারা বেশ কয়েকবার মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছেন। তাতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে।

তাই বাধ্য হয়ে বুধবার ফের ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ বেকার যুবক যুবতিরা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবন ঘেরাও করে। কিন্তু এইদিনও তারা মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হয়।

কারন মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরক্ষা কর্মীরা তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রীর বাস ভবনের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ বেকার যুবক যুবতিরা জানান তারা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট জানতে চান সরকার তাদেরকে নিয়ে কি চিন্তা ভবানা করছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে গিয়ে এদিনও তাদের আটকে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে তাদেরকে নিযুক্ত করার জন্য তারা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ শিক্ষা দপ্তরের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে এদিন চাকুরীপ্রার্থীরা অনুরোধ জানিয়েছেন।

প্রদেশ বিজেপির খোলনলচে বদলাতেই রাজ্যে বিএল সন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা সফরে আসলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কো-অর্ডিনেটর সম্বিত পাত্র, ঋতুরাজ সিনহা, অসম ও ত্রিপুরার সংগঠন মহামন্ত্রী রবীন্দ্র রাজু। ধারণা করা হচ্ছে, প্রদেশ বিজেপির খোলনলচে বদলাতেই তাঁরা রাজ্যে এসেছেন।

তাঁদেরকে আগরতলা এম.বি.বি বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য ও অমিত রক্ষিত। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংশোধনী

২০ ডিসেম্বর জাগরণ পত্রিকায় প্রথম পাতায় নিউজের সাব ক্যাপশানে নীতি আয়োগের জায়গায় নাতি আয়োগ উঠেছে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

কর্মধ্যক্ষ
জাগরণ

তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরে আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বড়সড় অগ্নিকাণ্ড থেকে অল্পতে রক্ষা পেল গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। অফিসের আবর্জনার স্তূপে আচমকাই আগুন লেগেছে। ওই ঘটনা গোটা এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়েছিল।

আজ গান্ধীঘাটস্থিত তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আচমকাই ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে। অফিসের আবর্জনার স্তূপে আচমকাই আগুন লেগেছে বলে অজ্ঞিয়েছন দফতরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য্য।

দফরের আধিকারিকরা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন ছুঁটে গিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘর থেকে বধূর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। নিজ ঘর থেকে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই ঘটনায় লেফুঙ্গা থানাধীন কালীবাজার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদ্যসরা দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।ওই ঘটনা আত্মহত্যা না কি খুন তা এখনও জানা যায় নি। আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মৃতার ভাসুর জানিয়েছেন, লেফুঙ্গা থানাধীন কালীবাজার এলাকার বাসিন্দা খোকন তেলেঙ্গার স্ত্রী বিপলা তেলেঙ্গার (২৩) নিজ ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। তিনি বাড়ি এসে দেখতে পান তাঁর ভাই স্ত্রীকে নিয়ে হাসপাতালে রওয়ানা দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে কোন পারিবারিক ঝামেলা ছিল না বলে দাবি তাঁর। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি।

মন্দিরে থাবা বসালো চোরেরদল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। চোরের দল তাদের চুরি কর্মের সীমা প্রসারিত করতে করতে এখন মন্দির কেউ তারা বাদ দিচ্ছে না। বুধবার ভোর রাতে ধর্মনগরের প্রাণকেন্দ্র বাজারে অবস্থিত হরি মন্দিরের চোরের দল হানা দিয়েছে। হানা দিয়ে দুইটি রুপোর মুকুট, একটি সোনার বাঁশ, নগদ ১০ হাজার টাকা এবং পুজোর কাজে ব্যবহৃত বাসনপত্র নিয়ে পালিয়েছে।

মন্দিরের পূজারী অমর চক্রবর্তীর মেয়ে কল্পনা চক্রবর্তী জানিয়েছেন, সকালে সাতটার দিকে যখন তার বাবা ঘুম থেকে উঠেছিলেন। তখন পূজারী অমর চক্রবর্তীর ঘর বাইরে থেকে বন্ধ ছিল। তখন পূজারী ঘরের পেছন দিক থেকে বের হয়ে এসে দেখেন পূজার ঘর তালাভাঙ্গা এবং সব লুটতরাজ হয়ে গেছে। সকালে ধর্মনগর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করছে।

আজ ভোররাত ৩ঃ০০ টার থেকে চারটার মধ্যে এই চুরি কাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে ধর্মনগর থানার পুলিশের অভিমত। এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিল জেলা পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী। তিনি জানিয়েছেন, এই ঘটনা খুবই দুর্ভাগ্যের। প্রয়োজনে ডগ স্কোয়াড ব্যবহার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরিবহন দপ্তরে এলডিসি পদে চাকরির অফার তুলে দিলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। সরকার কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া চলতে পারে না। কারণ কর্মচারীরা সরকারেরই অংশ। সরকারের সফলতাও নির্ভর করে কর্মচারীদের উপর। আজ সচিবালয়ের ৩ নং সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে জেআরবিটির মাধ্যমে পরিবহণ দপ্তরে এলডিসি পদে চাকরি প্রাপকদের হাতে অফার তুলে দিয়ে পরিবহণমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে জেআরবিটির মাধ্যমে নির্বাচিত ৮ জনের হাতে পরিবহণ দপ্তরের চাকরির অফার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী শ্রীচৌধুরী বলেন, রাজ্য সরকার সমস্ত নিয়মনীতি ও গাইডলাইন মেনে স্বচ্ছতার সঙ্গে জেআরবিটির মাধ্যমে উপযুক্ত নির্বাচিতদের চাকরি প্রদান করছে। এক্ষেত্রে কিছুটা সময় নিলেও জেআরবিটি বোর্ড স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছে।

পরিবহণমন্ত্রী চাকরি প্রাপকদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রত্যেককেই সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। কর্মজীবনে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণ করতে হবে। যে পদেই কাজ করুন না কেন, কাজের ক্ষেত্রে নিজেদের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করতে হবে। স্বচ্ছতার সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুদিনের রাজ্য সফরে বিএসএফ এর ডিজি নিতিন আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ইন্দো- বাংলদেশ সীমান্ত রক্ষায় ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার বিএসএফ-এর নিরাপত্তা ও অপারেশনাল প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে বুধবার ত্রিপুরায় এসেছেন ডিরেক্টর জেনারেল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, নিতিন আগরওয়াল, এবং এডিজি (ইস্টার্ন কমান্ড) সোনালী মিশ্র, আইপিএস। সামনেই বাংলাদেশের নির্বাচন। তার আগে ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসেছেন তাঁরা।

আজ বিকেল ৫টা নাগাদ আগরতলা বিমানবন্দরে অবতরণ করেছেন তাঁরা। বিমানবন্দরে তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন রাম কৃপাল সিং, ডিআইজি (পিএসও), অফিসিয়াল আইজি, বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার। সেখান থেকে তাঁরা সোজা চলে গেছেন শালবাগানস্থিত বিএসএফ- র ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে। শালবাগানের অফিসার্স ইনস্টিটিউটে ডিজি নিতিন আগরওয়ালকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছে।

ফ্রন্টিয়ার সদর দপ্তর বিএসএফ শালবাগানের মিত্রিকা হলে পিএমএমএস পুরস্কারপ্রাপ্তদের জন্য এক অনুষ্ঠানের পর একটি প্রহরী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এদিন। প্রহরী সম্মেলনে জওয়ানদের সম্বোধন করে ডিজি বিএসএফ বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন এবং ঘন ঘন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি মোকাবেলায় জওয়ানদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। এদিন তিনি বাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং জওয়ানদের যথাযথ প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়েছেন।

তিনি সীমান্তে নিরাপত্তারক্ষীবাহিনীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং উতর্গের প্রশংসা করেছেন এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কার্যকরভাবে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বিএসএফ ত্রিপুরা সীমান্তের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে মাদকের ভয়াবহতা রোধে জোর দিয়েছেন এদিনের আলোচনায়।

ডিজি বিএসএফ এদিন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং অপারেশনাল প্রস্তুতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৭৫ ▫ ২১ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৪ পৌষ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

গণপিটুনির শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

আমাদের দেশে এখনো ব্রিটিশ আমলের বেশকিছু সংখ্যক আইন প্রচলিত রহিয়াছে। এইসব আইনের অনেকগুলো পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ব্রিটিশ আমলের ওইসব আইন পরিবর্তন করিয়া সময়োপযোগী আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। শীতকালীন অধিবেশনে এ সংক্রান্ত বিল পাস করা হইয়াছে। বিলগুলি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর আইনে পরিণত হওয়ার কথা রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে কোন বিল সংসদে পাস হইলেই আইনে পরিণত হয় না। সংসদের উভয় সভায় কোন বিল পাস হইবার পর সেগুলো অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। বিলে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিলেই সেগুলো আইনে পরিণত হয়। সম্প্রতি লোকসভায় তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বিল নিয়া বক্তব্য রাখিয়াছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এবার থেকে গণপিটুনির ঘটনায় সর্বোচ্চ সাজার বিধান আনার কথা বলিয়াছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অপরাধের ধরন অনুযায়ী সর্বনিম্ন সাত বছর থেকে মৃত্যুদণ্ডের সর্বোচ্চ সাজা দেওয়া হইতে পারে। সেই সাথে তিনি এটাও জানাইয়াছেন, ইংরেজ আমলের পুরনো নিয়মকে শেষ করাই মোদী সরকারের লক্ষ্য।এদিন কার্যত বিরোধীশূন্য লোকসভায় অমিত শাহ বলেন, এই তিনটি নয়া বিলের লক্ষ্য হল, 'শাস্তির' পরিবর্তে 'ন্যায়বিচার'-এর উপর বেশি জোর দিয়া দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা। সেই সাথে সমাজের প্রতিটি নাগরিকের সুরক্ষার বিষয়টিকেও নিশ্চিত করিবে এই নয়া বিল। যদিও কেন্দ্রের এই নতুন 'ন্যায় সংহিতা বিল' নিয়া বিরোধীদের প্রশ্নের শেষ নাই।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতীয় ন্যায় (দ্বিতীয়) সংহিতা বিল, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা (দ্বিতীয়) সংহিতা বিল এবং ভারতীয় সাক্ষ্য (দ্বিতীয়) বিল আজ লোকসভায় পাস হইয়াছে। চলতি বছরের বাদল অধিবেশনেই এই তিনটি বিল সংশোধনের আবেদন পেশ হয় সংসদে। অবশেষে শীতকালীন অধিবেশনে সেই বিলগুলির সংশোধিত সংস্করণ উত্থাপন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।অমিত শাহ বলেন, "মোদী সরকার যাহা বলে তাহা করিয়া দেখায়।" সেই সাথে তিনি আরও বলেন, 'আমরা বলিয়াছিলাম, আতঙ্কবাদকে বরদাস্ত নয়। ৩৭০ ধারা তুলে ফেলিয়াছি। সংসদে মহিলাদের ৪৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ দিয়াছি। আমরা তিন তালাক নিষিদ্ধ করিয়াছি। আর কেউ দেশের ক্ষতি করতে চাইলে তাহাকে বরদাস্ত করা

হইবে না। তাই আগের তুলনায় আইন আরও কঠোর হইতেছে।

সেই সাথে হিট-এন্ড রান কেস নিয়ে আলোচনা করিবার সময় শাহ বলেন, "দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু এবং অবহেলার কারণে মৃত্যুকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হইয়াছে, যদি কোনও ব্যক্তি রাস্তায় অপর কোনও ব্যক্তিকে গাড়ি দিয়া আঘাত করে বসে এবং চালক যদি আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়া যায় তাহা হইলে তাহার শাস্তি অনেকটাই কম করা হইবে। তবে কিন্তু হিট অ্যান্ড রান মামলায় উচ্চতর শাস্তি হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার ব্রিটিশ আমলের আইন পরিবর্তন করিয়া যেসব নতুন আইন প্রণয়ন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে সেগুলো জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বলিয়া মনে করিতেছেন বিভিন্ন মহল।

জমজমাট ঠাণ্ডা উধাও হবে বড়দিনে; বাড়বে তাপমাত্রা, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): বড়দিনে কমবে শীত, বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। সঙ্গে থাকবে মেঘলা আকাশ। বছর শেষের উৎসবের শুরুতেই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। তাপমাত্রা বাড়বে ২-৩ ডিগ্রি পর্যন্ত, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হতে পারে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হবে ঘূর্ণাবর্ত। পুবালি হাওয়ার দাপট বাড়বে। কমবে উত্তর পশ্চিমের হাওয়ার প্রভাব। ফলে বাড়বে তাপমাত্রা।

তবে, ২২ ডিসেম্বরের আগে বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না তাপমাত্রায়, বজায় থাকবে শীত। ২২ ডিসেম্বরের পর থেকে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ উভয় তাপমাত্রায় বাড়বে। শুক্রবার থেকে বাড়বে রাতের তাপমাত্রা, সঙ্গে থাকবে মেঘলা আকাশ। বুধবার সকালে অবশ্য ঠান্ডা বেশ ভালোই মালুম হয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

পঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কুয়াশার সতর্কতা, বজায় থাকবে শৈত্যপ্রবাহ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): পঞ্জাব-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ঘন কুয়াশার "হলুদ সতর্কতা" জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পাশাপাশি আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও জাতীয় রাজধানী-সহ উত্তর ভারতের নানা অংশে বজায় থাকবে শৈত্যপ্রবাহ। পূর্বাভাস মতোই, বুধবারও ঠান্ডায় কেঁপেছে সমগ্র উত্তর ভারত। এদিন সকালে শীতের দাপটে কেঁপেছে রাজধানী দিল্লি-সহ লাগোয়া রাজ্যগুলি।

আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তর ভারতের বেশিরভাব রাজ্যে ঘন কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। যদিও, পঞ্জাবের অমৃতসর, তরন তারান, কাপুরথালা, জলন্ধর, ফিরোজপুর, ফাজিলকা, ফরিদকোট, মুক্তসার, মোগা এবং ভাটিন্ডা জেলায় ঘন কুয়াশার "কমলা সতর্কতা" জারি রয়েছে। রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

করোনার প্রকোপ বাড়ছে কেরলে; মঙ্গলে সংক্রমিত ২৯২ জন, প্রাণহানি ৩ জনের

তিরুবনন্তপুরম, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): করোনার নতুন উপরূপ জেএন.১ নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতে। কেরলে এই উপরূপের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার সারাদিনে কেরলে করোনাভাইরাসে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৯২ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। সবমিলিয়ে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত কেরলে মোট সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২০৪১।

করোনা ভাইরাসের নতুন উপরূপ জেএন.১-এর সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ায় নতুন করে দানা বেঁধেছে আতঙ্ক। চিনে ইতিমধ্যে অন্তত সাত জনের শরীরে ভাইরাসের নতুন উপরূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কেরলেও এই নতুন উপরূপের সংক্রমণে মৃত্যু বাড়ছে। বিগত ২৪ ঘন্টাতেই মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের ও ২৯২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তবে, করোনার এই নতুন উপরূপ নিয়ে ভয় না পাওয়ার কথাই বলেছেন স্বাস্থ্য কর্তারা।

জাঁ-লুক গোদার : এক কিংবদন্তী পরিচালক

রাজু পারল

সিনেমার নিজস্ব ভাষা তৈরির রূপকার তিনিই। সিনেমার প্রচলিত ধারাকে বারবার চ্যালেঞ্জ করে ভেঙেচুরে নতুন এক ব্যাকরণ তৈরি করেছিলেন। তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল নব্যধারার সিনেমা। সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠে আমৃত্যু সন্ধান করে গেছেন নয়া আঙ্গিকের, নতুন ব্যাকরণের। স্টুডিওর বাইরে স্রেফ গুটিকয়েক লোক নিয়ে, হাতে ছোট ক্যামেরা ধরে, এলোমেলো সংলাপ ছুড়ে আস্ত একটা ছবি তৈরি করে ফেলা যায়, তা গোদারই প্রথম দেখিয়েছিলেন। তাঁর বানানো একের পর এক ছবি ফরাসি চলচ্চিত্রের অচলায়তন ভেঙে দিয়েছিল। সিনেমা নিয়ে তাঁর নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরবর্তীতে বহু পরিচালকের দিশা দেখিয়েছিল। বলা যেতে পারে, নিয়মের বিনির্মাণই ছিল গোদারের নির্মাণ ও দর্শন।

ষাটের দশকে যে সময়টাতে হলিউড জুড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল কিছু বড় প্রযোজনা সংস্থা, সেই সময়ে তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফ্রান্সের এক পরিচালক ঝড় তুললেন সিনেমা জগতে। এক মাথা কাঁচা- পাকা চুল আর মোটা ফ্রেমের চশমাতেই মানুষের মনে দাগ কাটলেন চলচ্চিত্রের এই "গডফাদার"। হয়ে উঠলেন বিশ্বের সবচেয়ে প্রশংসিত পরিচালক। ফরাসি চলচ্চিত্রের "নিউওয়েভ"-এর জনক তথা কিংবদন্তী পরিচালক জাঁ লুক গোদার লেক জেনিভায় ৯১ বছর বয়সে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যগ করেন গত ১৩ সেপ্টেম্বর (২০২২)। প্রয়াণের খবরটি ফ্রান্সের সংবাদসংস্থা "লিবারেশন" প্রকাশ করা মাত্রই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতেও। তবে এই প্রয়াণ সং বাদে গোদার প্রসঙ্গে চর্চা কিংবা তাঁকে নিয়ে বিতর্ক থামবে না। বরং তিনি নিউওয়েভের, আধুনিক সিনেমার পথপ্রদর্শক হয়ে রয়ে যাবেন ততদিন, যতদিন থাকবে সৃষ্টি, যতদিন থাকবে সিনেমা।

গোদারের জন্ম প্যারিসে, এক সম্ভ্রান্ত- পরিবারে ১৯৩০ সালের ৩০ ডিসেম্বর। ফরাসি এবং সুইসস, দুই জাতির মিশ্রণ ছিল তাঁর পরিবারে। তাঁর স্কুল জীবন ও বাল্যকাল কাটে সুইৎজারল্যান্ডের জেনিভা হ্রদের তীরে নিওনে। মাত্র চার বছর বয়সে তাকে প্যারিস ছাড়তে হয়। কারণ সে-সময় পুরো ইউরোপ জুড়ে রাজনৈতিক জটিলতা প্রকট হয়ে উঠছিল। নাৎসি জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্সের সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেড়ে চলছিল ক্রমশ। তাই নিরাপত্তার কারণেই সপরিবারে সুইৎজারল্যান্ডে আসেন। সেখানে বেড়ে ওঠা জাঁ-লুকের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রেশ থিতিয়ে গেল স্নাতকস্তরের পড়াশোনা করতে পুনরায় ফিরে আসেন জন্মস্থান প্যারিসে। স্বপ্ন ছিল, নৃবিজ্ঞানী হয়ে উঠবেন তিনি। তবে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন অধরাই থেকে যায় তাঁর। বরং তাঁকে নতুন করে আকর্ষণ করে "এথনোলজি" অর্থাৎ "জাতিতত্ত্ব"। তাঁর কথায় জাতিতত্ত্ব নিয়ে অনুসন্ধান করতে নেমেই সিনেমার দুনিয়ায় হাজির হওয়া তাঁর। সেটা পঞ্চাশের দশকের একদম গোড়ার দিক। প্যারিস জুড়ে তখন গড়ে উঠেছে বহু সিনে ক্লাব। ১৯৫০ সালে তেমনই এক সিনেমা ক্লাবে যুক্ত হয়ে নিজেকে খুঁজে পান গোদার। এখানে পরিচয় ঘটে ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, ক্লদ শ্রাবল ও জক বিভেত-এর মতো সহযোগী পরিচালকের। চলচ্চিত্র চর্চা ও দেখার অভ্যাস তাঁর গনে ওঠে তখন থেকেই। চলচ্চিত্র সমালোচকরে ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হন তখন থেকেই। প্রখ্যাত ফরাসি পত্রিকা 'কাইয়ে দ্যু সিনেমা'- তে চলচ্চিত্রের সমালোচনা লিখতে শুরু করেন। কেবল গোদার নয়, ফাঁসোয়া ত্রুফো, অ্যাগনেস ভার্দা সহ সে সময়ের বহু সমালোচক ও চলচ্চিত্রকারদের লেখায় সমৃদ্ধি থাকত পত্রিকাটি। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব'ন দেখতেন সিনেমা তৈরির। গোদারও সেই স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে তখনও পর্যন্ত গোদার নিজে কোনও চলচ্চিত্র তৈরি করে উঠতে পারেননি। এমনকী হাত দেননি ক্যামেরাতেও। তার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় আরও কয়েকটি বছর।

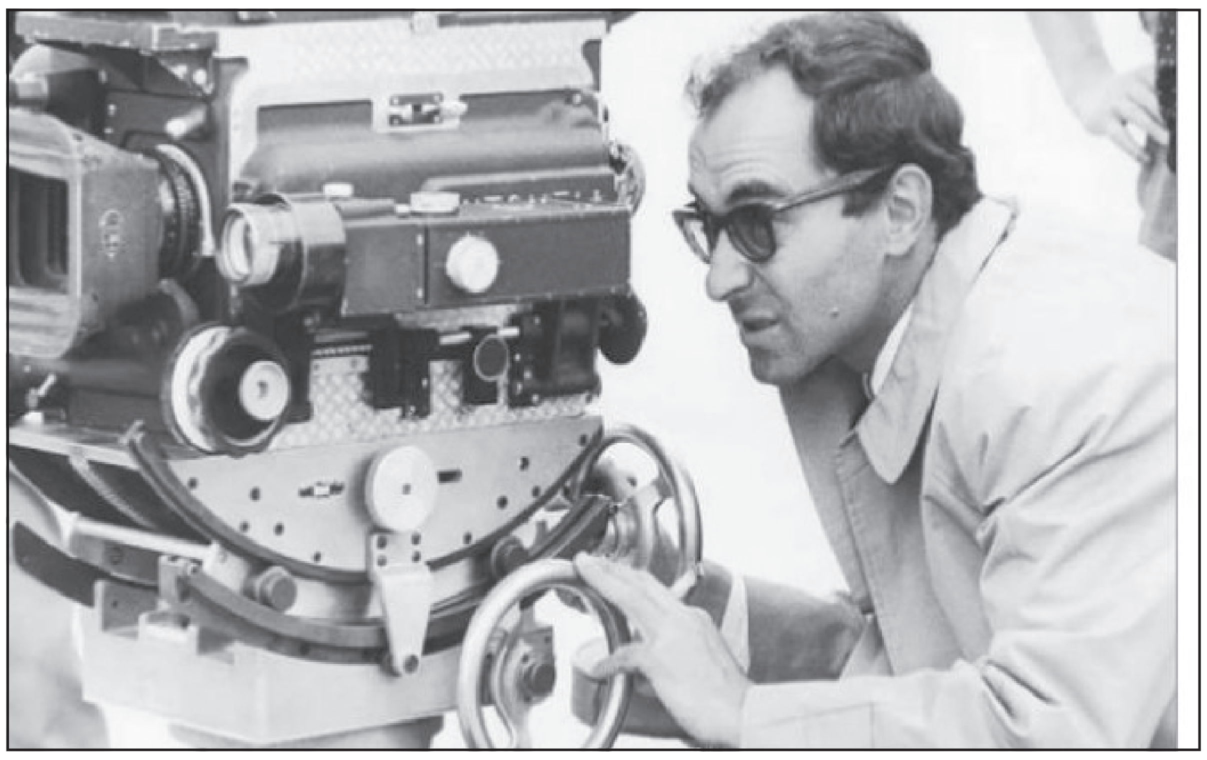

১৯৫৪ সালে সুইৎজারল্যান্ডে ফিরে আসনে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। সাময়িকভাবে জেনেভার গ্র্যান্ড ডিকেন্স বাঁধে শ্রমিকের কাজ নেন গোদার। আসলে উপার্জন নয়, বরং নির্মাণ শ্রমিকদের বিচিত্র জীবনই তাঁকে আকার্ষণ করেছিল। ধার করা ক্যামেরায় তিনি ফ্রেমবন্দি করেন বাঁধ নির্মাণের দৃশ্যটি, 'অপারেশন কংক্রিট'-খ্যাত সেই স্বপ্ন দৈর্ঘ্যের (২০ মিনিটের তথ্যচিত্রের হাত ধরেই সিনেমা জগতে গোদারের আত্মপ্রকাশ। পরবর্তীকালে নির্মাণ কোম্পানি তথ্যচিত্রটি ব্যবহার করে প্রচারের কাজে। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ময়দানে নামার আগে 'অপারেশন কংক্রিট' ছাড়াও আরও তিনটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন দোগার। ১৯৬০ সালে তৈরি করেন নিজের প্রথণ পূর্ণদৈর্ঘের ছবি 'ব্রথলেস'। যা তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের টার্নিং বলা চলে। ছবির শ্যুটিং-এর সময়ে লম্বা লিখতেন। কোনও চিত্রনাট্যের খাতায় তেমন বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। যতটা খামের পিছনে লিখতে পারতেন, সেদিন ততটাই শ্যুটিং করতেন। অপরিচিত জাঁ-পল বেলমনডোকে নায়ক করে ছবিটি তৈরি করেন। তিনি। চলচ্চিত্রে অমরত্বের জায়গাটা এই থবির মধ্যে দিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল। 'ব্রখলেস' ছবিট সাধারণ দর্শকের কাছে মনে হবে সৃষ্টি ছাড়া এক কর্মকাণ্ড। যার কাহিনিতে কোনও মাথা-ল্যাজ নেই। এক শটে তোলা একের পর এখ দৃশ্য এসে যাচ্ছে। কখনও শব্দ শোনা যাচ্ছে, আবারও কখনও শোনা যাচ্ছে না। ছবির কাহিনিতে দেখা যায়, এক অপরাধী গাড়ি চুরি করে পালাবার সময় এক লুপিশ কর্মীকে হত্যা করে আত্মগোপন করে এক সাংবাদিক মহিলার বাড়িতে। মহিলাটি পরে দাবি করে সে গর্ভবতী এবং তার জন্য লোকটি দায়ী। এর মধ্যে মহিলাটি জানতে পারে, লোকটি পলাতক। পুলিশকে খবর দেন তৎফণাৎ। পালাতে গিয়ে লোকটি শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে মারা যায়। ছবিটি দেখলে বোঝা যায়, এই সামান্য কাহিনিকে কী অসামান্য উপস্থাপনায় গদার দর্শকের কাছে পরিবেশন করেছেন। ছবিটির শেষ সাংলাপগুলি দর্শকের মনে বেশ প্রভাব ফেলে। গদার ও যেন বলছেন, ছবিটা বানিয়েছি, ইচ্ছে হলে দেখা না হলে দেখবে না। এ এ নিয়ে ওনার কোনও মাথাব্যথা নেই। ছবি বানিয়েছেন, ব্যস ওনার কাজ শেষ। চিরকালই গোদার এরকম ব্যাকরণ ভাঙা ছবির বানিয়েছেন। তাঁর মতে, যে কোনও গল্পেরই শুরু, মধ্য এবং অন্ত থাকে। কিন্তু সবসময় যে এই ক্রমেই থাকতে হবে এমন কোন ও বাধ্যবাধকতা নেই। তাঁর বিশ্বাস, 'তুমিক কোথা থেকে বিষয় তুলে আনছ সেটা জরুরি নয়। সেই বি, য়কে কোথায় শেষ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে সেটা জরুরি।'

গোদারের হাতে শতাধিক ছবি তৈরি হয়েছিল । তাঁর নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে 'পিয়েরো লোক ফু' ছাড়াও রয়েছে 'ব্রেথলেস' (১৯৬০), 'আ উওম্যান ইজ আ উওম্যান' (১৯৬১), 'কনটেম্পট' (১৯৬৩) 'আ ম্যারিড উওম্যান' (১৯৬৪),"আলফাবিল " (১৯৬৫), ""ম্যাসকুলিন ফেমিনিন" (১৯৬৬), "উইক এন্ড" (১৯৬৭), "ওয়ান প্লাস ওয়ান (সিমপ্যাথি ফর দা ডেভিল)" (১৯৬৮), "জয় অফ লার্নিং" (১৯৬৯), "হিয়ার অ্যান্ড এলসহোয়্যার" (১৯৭৬), "এভরি ম্যান ফর হিমসেলফ" (১৯৮০), "প্যাশন" (১৯৮২), "ফাস্ট নেম কারমেন" (১৯৮৩), "ইন প্রেইজ অব লাভ" (২০০১), "গুডবাই টু ল্যাঙ্গুয়েজ" (২০১৪), "দ্য ইমেজ বুক" (২০১৮) প্রভৃতি।

গোদারের ছবিতে মানুষের ভূমিকা ছিল শ্রেণিগত। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মানুষের যে পারিবারিক জীবন তা গোদারের ছবিতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। বরং গোদারের ছবিতে আমরা সম্পূর্ণভাবে নাগরিক পাই। নগর বলতে শুধু প্যারিস। প্যারিস, তার আঁধার আলোতে ভরা গলি-ঘুপচি অথবা রাস্তায় হাঁটা পতিতা, হোটেল কক্ষ, প্যারিসের নদ-নদী, তার প্রাচুর্য ও দৈন্যের বৈসাদৃশ্য এবং এই দুইয়ের মাঝে দোল খাওয়া একক মানুষ, এগুলিই ছিল গোদারের মূল উপজীব্য বিষয় গোদারের ছবিতেই প্রথম ফুটে উঠেছিল রাজনীতির এক তাৎপর্যময় রূপ। তাঁর তৈরি ছবিগুলিতে বারে বারে ফিরে এসেছে নারী, সংগীত এবং সমুদ্র। যুদ্ধোত্তরকালের ইউরোপের মানুষের মোহভঙ্গ এবং সামাজিক অবক্ষয় ফুটে উঠেছিল তাঁর ছবিগুলিতে। বিশেষ করে তাঁর ছবিতে দেখা যায় পতিতাবৃত্তির কথা। তিনি দেখিয়েছেন, এ সমস্যা নিছক প্যারিসের রাস্তায় ঘোরা পতিতাদের নয়, সমগ্র পুঁজিবাদী সমাজের সমস্যা। যে সমাজে শিল্প, সংস্কৃতি, বিবেকবোধ- সব কিছুই পণ্য হয়ে উঠেছে। গোদারের তৈরি ছবির চরিত্ররা সকলেই সমকালীন সমাজের মূল্যবোধগুলির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারা বিপন্ন, বিপর্যস্ত মানুষ। জী কততের মতে, "বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলই হল গোদারের সিনেমা।" জীবনের প্রতি রোমান্টিক আর অতিবাস্তব দৃষ্টির মধ্যবর্তী পরিসরে তৈরি করা হয়েছে গোদারের সিনেমাগুলি।

একটা গোটা জীবনকে কুরে কুরে গ্রাস করছিল ক্লান্তিবোধ। তাই নিষ্কৃতি পেতে স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিলেন গোদার। সুইৎজারল্যান্ডে স্বেচ্ছামৃত্যু আইনত বৈধ। কেবল সুইৎজারল্যান্ড কেন, স্পেন, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, কানাডা, কলম্বিয়া, লুক্সেমবার্গ মেনে নিয়েছে এই মৃত্যুকে, দিয়েছে সম্মান। শেষ দিকে বার্ধক্যজনিত লক্ষণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারছিলেন না গোদার। তাই চাই ছিলেন "ভলান্টারি ডিপারচার"। তাই আইন মেনেই নিষ্কৃতি দেওয়া হয় ৯১-উর্ধ্ব গোদারকে।

গোদার পরিবারের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির কথা অনুসারে, "উনি অসুস্থ ছিলেন না। স্রেফ ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই জীবন শেষ করার সিদ্ধান্তটা ওকে নিতেই হত।" ৯০ বছরের জীবনটাকে নিজের মতো করে বেছে নিয়েছিলেন গোদার। তাই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সমাজের চোখরাঙানিকে তোয়াক্কা না করে দেখালেন মৃত্যু কীভাবে বেছে নিতে হয়। তাই গোদারের মুখে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে তাঁর বিখ্যাত উক্তি- "প্রথমে অমর হও, তারপরে মরে যাও।"

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শীতকাল এবার কেমন হবে জানালেন আবহাওয়াবিদরা

অর্চি অতন্দ্রিলা

ঘূর্ণিঝড় "মিগজাউম" আঘাত করেছে ভারতে। এটি দুর্বল হতে শুরু করলেও এর প্রভাবে বুধবার থেকে ঢাকাসহ বাংলাদেশজুড়ে বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি থাকার সম্ভাবনা রয়েছে এবং একই সাথে রাতের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।

এর সাথে সাথে শীত শুরু হওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। ঠিক কবে থেকে শীতকাল শুরু হতে পারে এবং এবারের শীত কতটা তীব্র হবে? আবহাওয়াবিদরা বলছেন, ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শীতকাল হলেও দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা কমতে শুরু করে নভেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে, যেটার খুব একটা তারতম্য হয়নি এবারও। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আবহাওয়ার স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি কিছুটা পাল্টে গেছে যার কারণে শীতকালের সময় এবং ধরন ঠিক আগের মতো হচ্ছে না।

শীতের শুরু কবে? আবহাওয়াবিদরা বলেন, সাধারণত স্বস্তিদায়ক তাপমাত্রা ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসকে বোঝানো হয়। আর ডিসেম্বর মাস থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের সময়কালকে শীতকাল হিসেবে ধরা হয়। "মিগজাউমের" প্রভাবে এই বৃষ্টিপাতের পর এই মাসের ১০ তারিখের পর থেকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু হবে বলে জানাচ্ছেন বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের অন্যতম আবহাওয়াবিদ ড় মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক।

"উত্তরাঞ্চলে কোথাও কোথাও তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে নেমে আসতে পারে" বলে জানান মিঃ মল্লিক। এটিকে শৈত্যপ্রবাহ হিসেবেও দেখা যায় কারণ শীতকালে ২.৬ থেকে শুরু করে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে গেলে সেটা শৈত্যপ্রবাহের পর্যায়ে পড়ে। গত ৩০ বছরের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছেন, ডিসেম্বর মাসে সাধারণত একটি থেকে দুটি মৃদু শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য আরেক জ্যেষ্ঠ আবহাওয়াবিদ মোঃ আবদুল মান্নান মনে করছেন শীতকালের শুরুটা মূলত ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধের দিকে অর্থাৎ ১৬ তারিখের পর কোনো একটা সময় থেকে হবে। তার ব্যাখ্যা অনুযায়ী বৃষ্টিপাতের পরপর তাপমাত্রা হঠাৎ করে নেমে গেলে শীত অনুভূত হবে "তবে প্রকৃত অর্থে এটি শীতকাল নয়।" সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমার পাশাপাশি যখন আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডল পুরোপুরি শুষ্ক হয়ে যাবে তখন শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যেটা হতে কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করছেন মিঃ মান্নান।

তিনি বলছিলেন "এ মাসের শেষ সপ্তাহের দিকে একটা মৃদু শৈত্যপ্রবাহ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে সেটি পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।"

এমাসের দ্বিতীয়ার্ধ, অর্থাৎ ১৬ তারিখের পর থেকে মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে প্রকৃত অর্থে শীতকাল শুরুর সম্ভাবনা দেখছেন তিনি যখন রাতের তাপমাত্রা ১২ থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নামবে।

কেমন হবে শীতকাল? বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রার রেকর্ড রাখা শুরু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গরম পড়েছিল এ বছরেরই জুন মাসে। আমেরিকা ও ইউরোপের মতো শীতপ্রধান জায়গায় তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করেছে মানুষ। বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা উচ্চতম রেকর্ড ছুঁয়েছে যার একটা প্রধান কারণ ছিল 'এল নিনো' নামে প্রাকৃতিক আবহাওয়া চক্র। এই 'এল নিনো' ও একই সাথে বিশ্বের বাড়তে থাকা তাপমাত্রার প্রভাবে এবারের শীতকালটা আগের তুলনায় কিছুটা উষ্ণ হওয়ার কথা জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। এল নিনো সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে যে অবস্থাটা মে মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতে পারে এবং এল নিনো সক্রিয় থাকা অবস্থায় স্বাভাবিকের চেয়ে সাধারণত বেশি তাপমাত্রা দেখা যায়, বলছিলেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের মিঃ মল্লিক। প্রতি তিন থেকে সাত বছরের মধ্যে একবার এই এল নিনো দেখা দেয় - যখন তাপমাত্রা উর্ধমুখী হয়। এল নিনোর প্রভাবে উষ্ণতা বেড়েছে বিশ্বে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ৩০ বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় হিসেবে স্বাভাবিকভাবে ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। এবছর ডিসেম্বর মাসে সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ১৪.৫ ডিগ্রি থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ওঠানামা করতে পারে বলে ধারণা দেন মিঃ মল্লিক। পাঁচ বছরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় চিত্রের দিকে তাকালে তাপমাত্রা বাড়তে থাকার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

২০১৮ সাল থেকে ২০২২ সালের জানুয়ারি মাসের সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ বছরের তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসের গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে যেটাও এবার সামান্য বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ তথ্য অবশ্য পুরো দেশজুড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যা রেকর্ড করা হয় তার গড় হিসাব। অঞ্চলভেদে তাপমাত্রার তারতম্য হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে এবার তেমন শীত পড়বে না সেটা ভাবলেও ভুল হবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে আবহাওয়ার ব্যাপারে কোনো কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না উল্লেখ করে মিঃ মান্নান বলছেন,"গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর এই সময়ে যেকোনো সময় যেকোনো পরিস্থিতি ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে।"

গত তিন মাসে পরপর কয়েকটি ঘূর্ণিঝড়ের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন "আবহাওয়া বিরূপ আচরণ করলে শর্ট পিরিয়ডে তীব্র শৈত্য প্রবাহ আসার সম্ভাবনাকেও কিন্তু উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। তবে, এটুকু বলা যায় যে সামগ্রিকভাবে এবার শীতের সময় কিছুটা ওয়ার্ম থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।" দক্ষিণ ভারতে ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম তাণ্ডব চালাচ্ছে, জলের তলায় চেন্নাই, মৃত আট৫ ডিসেম্বর ২০২৩ ঘূর্ণিঝড় 'মিধিলি'র প্রভাব শুরু, গতিবিধি সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে১৭ নভেম্বর ২০২৩ পৃথিবীর অনেকগুলো দেশে প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ১৫ জুলাই ২০২৩ শীতের পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে শীতের সময়কালেরও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

ডিসেম্বর মাসকে শীত শুরু হওয়ার স্বাভাবিক সময় হিসেবে ধরা হলেও আগের তুলনায় শুরুর সময়টা পেছানোর প্রবণতা দেখছেন মিঃ মল্লিক। ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে শীতের প্রবণতা কম হচ্ছে আবার অন্যদিকে শেষটা ফেব্রুয়ারি মাস ধরা হতো যেটা এখন মার্চের প্রথম সপ্তাহ নাগাদে গিয়ে ঠেকছে বলে জানান তিনি। শীতের সময়কাল কম লক্ষ্য করছেন মিঃ মান্নানও। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে গত কয়েক বছর ধরে "ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পর শীত অনুভব হয় না তেমন। এমনকি, গত কয়েক বছরে জানুয়ারি মাসেও আমাদের এক্সপেক্টেশন অনুযায়ী শীতের অনুভূতি আসে নাই' বলছিলেন তিনি। এছাড়া শৈত্যপ্রবাহের ব্যাপ্তিকালেও পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন আবহাওয়াবিদরা। শীতল রাত কত সময় ধরে চলবে সেদিকে ২০১৫ সালের পর থেকে পরিবর্তন হয়েছে বলে জানান মিঃ মল্লিক। তিনি বলছিলেন কত সময় ধরে শৈত্যপ্রবাহ চলবে সেই হিসেবে "তীব্র ও মাঝারি ধরণের শৈত্যপ্রবাহ কমে গেছে" বলছিলেন তিনি। সে তুলনায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহের সময়কালটা বেড়েছে জানাচ্ছিলেন তিনি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে শেখ হাসিনার নির্বাচনী প্রচারণায় লাখো মানুষের ঢল

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ২০।। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচনী প্রচারণার শুরুতে সিলেটজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে আওয়ামী লীগের প্রতি সমর্থন জানাতে লাখো মানুষের ঢল নামে।

বুধবার (২০ ডিসেম্বর) বিকালে সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসায় দলীয় নেতা-কর্মীরা জয় বাংলা স্লোগান দেওয়ার সময় আওয়ামী লীগ সভাপতি তার বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে উঠে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এর আগে শেখ হাসিনা সিলেটে হযরত শাহজালালের (রহ.) এর মাজার জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, তিনি নাগরিকদের ভোটাধিকারের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর জোর দেন এবং ঘোষণা দেন যে, কেউ যেন অন্যের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধাদান বা ক্ষতি না করে। ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠেয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তার নির্বাচনী প্রচারণার সূচনা করেন।

বুধবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী ২০০৯, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের কথা স্মরণ করে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

তিনি আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি তৎপরতাকে উস্কে দেওয়ার জন্য বিএনপি-জামায়াতের সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশ সব ধরনের জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করে। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের জনগণ শেষ পর্যন্ত এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি সাম্প্রতিক অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এবং চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বাংলাদেশে আগামী তিন দিন গণসংযোগ, রবিবার অবরোধ বিএনপির

মনির হোসেন,ঢাকা,ডিসেম্বর ২০।। সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের একদফা দাবিতে চলমান আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিএনপি। আগামী বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার (২১, ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর) লিফলেট বিতরণসহ গণসংযোগ এবং রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ পালন করবে দলটি।

বুধবার (২০ ডিসেম্বর) বিকেলে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। রিজভী বলেন,আমাদের একদফা হলো শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ এবং নির্বাচনকালীন নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অবাধ-সুষ্ঠু, বিশ্বাসযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের চলমান আন্দোলন। এ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন বর্জন এবং অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শনিবার গণসংযোগ করা হবে। আর রবিবার অবরোধ। এর আগে, দুপুরে আরেকটি ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন ও সরকারকে অসহযোগিতার কর্মসূচি পালন করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান রুহুল কবির রিজভী।

নকল চালান বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা আয়, শোরগোল বোলপুরে

বীরভূম, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : তিন হাজার টাকার চালান পাঁচশো টাকায়! রাস্তার পাশের দোকানে হাত গলিয়ে 'বালি' বললেই হুবহু আসল চালানের মতন ছাপ দেওয়া কাগজ মিলছিল এতদিন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই মঙ্গলবার গভীর রাতে ময়ূরেশ্বর থানার কলেশ্বরে হানা দিয়ে একটি ছাপাখানা ও তার মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত বছর দেড় আগে। সরকারি বালির চালান নকল করে তা বিক্রি করা হচ্ছিল কম দামে। দিব্যি কারবার চালাচ্ছিলেন কুনুটিয়া গ্রামের আলতামাস কবির মল্লিক। অভিযোগ, গোটা পরিবারই এই কাজে যুক্ত। ময়ূরেশ্বর থানার কলেশ্বর গ্রামের মোড়ে রয়েছে সাইনবোর্ড। সেখানে লেখা বই বাঁধানো হয়। এর পাশাপাশিই চলত নকল চালানের কারবার।

দিনে রাতে লাখ লাখ টাকার লেনদেন চলত। আর নকল চালানের কারণে জেলাজুড়ে রাজস্ব আদায় কমে যাচ্ছিল। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী জেলার বৈধ বালিঘাট মালিকদের অনলাইনে চালান কেটে তা ছাপিয়ে রাখতে হয়। বিক্রির সময়ে সেই চালান ট্রাক চালকদের হাতে দিয়ে দিলেই ছাড়পত্র মেলে। গড়ে প্রতিটি ট্রাক চালককে তিন হাজার টাকার রাজস্ব আদায়ের চালান নিতে হয়। কিন্তু তা না নিয়ে ট্রাকচালক ওই নকল চালান ব্যবহার করছিলেন বলেই খবর।মঙ্গলবার গভীর রাতে অতিরিক্ত জেলাশাসক অসীম পাল, ডেপুটি ডিএল আর ও রবিউল ইসলাম, রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র, ময়ূরেশ্বরের ওসি-সহ যৌথ বাহিনী অভিযান চালায়। যদিও অন্ধকারে ছাপাখানায় যুক্ত আরও কয়েকজন গা ঢাকা দেয়।

তবে আলতামাসের কাছে দামি মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, ছাপার যন্ত্র-সহ একধিক জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জেলাশাসক জানান, এর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তারও তদন্ত করবে পুলিশ।

করোনার জেএন-১ প্রজাতি নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হওয়া দরকার : ড. ভি কে পাল

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : করোনার নতুন প্রজাতি জেএন-১ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হওয়া দরকার, বুধবার এই মন্তব্য করলেন নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে পাল। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, করোনার নতুন প্রজাতি জেএন-১ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, তবে সতর্ক থাকতে হবে।

নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে পাল বুধবার রাজ্যগুলির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি আরও বলেন, দেশে করোনায় বর্তমানে প্রায় ২৩০০ সক্রিয় কেস রয়েছে। করোনায় সাম্প্রতিক রোগীর সংখ্যা বাড়ার কারণ হল নতুন প্রজাতি জেএন-১। তিনি বলেন, এই প্রজাতি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। বর্তমানে কেরল, তামিলনাড়ু, গোয়া এবং কর্ণাটকে করোনায় বেশিরভাগ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। গত দুই সপ্তাহে করোনার কারণে গুরুতর শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্তদের মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যগুলির সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি এবং সরকারের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এব্যাপারে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মনিটরিং ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। তিনি জানান, বৈঠকে রাজ্যগুলিকে হাসপাতালে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে। ক্রিসমাস উদযাপনের জন্য রাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এবং প্রোটোকল প্রস্তুত করতে বলা হয়েছে এবং জনগণকে জনাকীর্ণ স্থান এড়াতেও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ডেন্টাল কাউন্সিলের নির্বাচনে 'দুর্নীতি', ভোট স্থগিত করে দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর, (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ ডেন্টাল কাউন্সিলের নির্বাচনের উপর কলকাতা হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিল। বুধবার এই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য।

ডেন্টাল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং এক নির্বাচিত সদস্য রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছিলেন। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট নিয়ে বেনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। গত ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন শেষ করার কথা থাকলেও নির্বাচকদের সঠিক সময়ে ব্যালট পেপার পাঠানো হয়নি বলে অভিযোগ। পদ্ধতিগত ত্রুটি ও বেআইনি কার্যকলাপেরও অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মামলাকারী। সেই মামলাতেই নির্বাচনের উপর স্থগিতাদেশ দিল হাইকোর্ট। আগামী ১৬ই জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

কলকাতায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু দু'জনের

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বুধবার ভোর ৩:৩০ মিনিট নাগাদ কলকাতায় মর্মান্তিক এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দু'জনের।

ফোর্ট উইলিয়ামের জর্জ গেটের সামনে ডিভাইডারে সজোরে ধাক্কা মারে একটি বাইক। বাইকে থাকা একজন পুরুষ ও একজন মহিলা গুরুতরভাবে জখম হন। তাঁদের এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাইক চালক নেশায় মত্ত অবস্থায় ছিলেন কিনা তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃতদের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

পথ অবরোধ, মিছিলে ধর্মতলায় তীব্র যানজট, নাকাল যাত্রীরা

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে পথে নামলেন আইসিডিএস কর্মীরা। বুধবার তাঁরা প্রতিবাদস্বরূপ ধর্মতলা অবরুদ্ধ করে পথে বসে পড়েন। এর ফলে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

অন্য দিকে, বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সিটুর হকার ইউনিয়নের মিছিল বেরোয় প্রায় একই জায়গায়। ফলে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলা চত্বর অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এতে চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন সাধারণ মানুষ।

প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই বিরোধী দলনেতার দাবি, আইসিডিএস কর্মীদের মোবাইল ফোন কিনে অ্যাপ চালু করার জন্য চার বছর আগে ১৫০ কোটি টাকা কেন্দ্র দিয়েছিল। এই অ্যাপের নাম আয়ুষ্মান ভারত হেল অ্যাকাউন্ট (আভা)।

ঝাঁঝালো আক্রমণ শানিয়ে শুভেন্দু বললেন, 'এই রাজ্য সরকার আইসিডিএস কর্মীদের মোবাইল কেনার জন্য ১৫০ কোটি টাকা চুরি করেছে। ফলে অ্যাপ চালু হয়নি।' অন্যদিকে, হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে অতি সম্প্রতি কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলের লাগোয়া ফুটপাথ পুলিশ ও পুরসভা যৌথ অভিযান চালিয়ে আংশিক দখলমুক্ত করেছে।

হকার সমস্যা নিয়ে ববি হাকিমের বক্তব্য, 'স্থানীয় থানার মদত ছাড়া হকাররা এভাবে ফুটপাতে বসতে পারে না।

আমার কাছে প্রমাণ না থাকলেও আমি শুনেছি যে কিছু কিছু হকার ইউনিয়ন এবং পুলিশের একটি মান্থলি সিস্টেম আছে। এটা কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে।'

অরণ্য ভবনে ১১ ঘণ্টার তল্লাশি অভিযানের পর বিপুল সম্পত্তির হদিশ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : রেশন বণ্টন দুর্নীতির তদন্তে নেমে মঙ্গলবার বন দফতরের প্রধান কার্যালয় অরণ্য ভবনে হানা দেয় ইডি। রেশন দুর্নীতি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেখানে পাওয়া যেতে পারে, এমন খবরই ছিল ইডির কাছে। বন দফতরে জেলবন্দি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘরেও চলে তল্লাশি অভিযান। ১১ ঘণ্টার তল্লাশি অভিযানের পর বিপুল সম্পত্তির হদিশ পেলেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে বুধবার জানা যায়, বন দফতরে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ধান কেনাবেচার নথি। এছাড়াও সম্পত্তি কেনার কাজে ব্যবহৃত ৮০০টি "ব্যাকডেটেড" স্ট্যাম্প পেপার উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। এখানেই শেষ নয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রীর চেম্বার থেকে বালু ও তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে থাকা ১০ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ও এলআইসি পলিসির বন্ড উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও দুটি সম্পত্তির নথি হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। ইডি আধিকারিকদের দাবি, বালুর দফতর থেকে এই বিপুল সম্পত্তির হদিশ মেলায় তদন্ত নতুন দিকে মোড় নিতে পারে। বনমন্ত্রীর দফতর থেকে ধান কেনাবেচার নথি উদ্ধার হওয়ার কারণে, প্রশ্ন উঠছে তিনি নিজেই কি ধান কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? বিপুল পরিমাণ "ব্যাকডেটেড" স্ট্যাম্প পেপার কেন তাঁর দফতরে রাখা ছিল? সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সম্পত্তি কিনে তা আইনত বৈধ করার জন্যই কি স্ট্যাম্প পেপারগুলি ওখানে জড়ো করা ছিল? তার উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

রেশন বণ্টন দুর্নীতিকাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও চালকল মালিক বাকিবুর রহমানের গ্রেফতারি পর বিপুল আর্থিক লেনদেনের তথ্য সামনে এসেছিল।

তদন্তকারী সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, রেশন বণ্টন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে ধৃত মন্ত্রীর স্ত্রী ও মেয়ের অ্যাকাউন্টে। এবার বন দফতর থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ পেলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

জ্যোতিপ্রিয়র অসুস্থতার পরীক্ষা বেসরকারি হাসপাতালে করার সুপারিশ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর, (হি.স.): এসএসকেএম হাসপাতালে আশ্রয় নেওয়া বন্দি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু সত্যিই কতটা অসুস্থ? অসুস্থতার সঠিক কারণটাই বা কি? তার পরীক্ষা বেসরকারি হাসপাতালে করার সুপারিশ করছে এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু' এবং বালু যথাক্রমে নিয়োগ-দুর্নীতি ও রেশন-দুর্নীতিতে ইডি-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর প্রেসিডেন্সি জেলের হেফাজতে থাকা এই দু'জনই এখন এসএসকেএমের কার্ডিয়োলজি বিভাগের দু'টি কেবিনে চিকিৎসাধীন। 'কাকু'র যেমন হৃদপেশির ক্ষতি কতটা হয়েছে জানা জরুরি হয়ে পড়েছিল, বালুর ক্ষেত্রে তেমনই জানা দরকার, তাঁর মাথা কেন ঘুরছে, কেনই বা মাঝেমধ্যে জ্ঞান হারাচ্ছেন।

তাই বেসরকারি হাসপাতালে টেস্টের সুপারিশ করে প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষ এবং ইডি-কে চিঠি দিচ্ছেন এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ। বাইপাস সার্জারির পর কখনও বুকে ব্যথা, কখনও বা রক্তচাপ ওঠানামার সঙ্গে বুক ধড়ফড় লেগেই আছে 'কাকু'র। অ্যাঞ্জিয়োগ্রাফি করে দেখা গিয়েছে, হৃদধমনিতে ক্যালসিয়াম জমেছে। ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে রক্ত চলাচল।

এর জেরে তাঁর হৃদপেশির কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা জানার জন্যে 'স্ট্রেস মায়োকার্ডিয়াল পারফিউশন স্ক্যান' বা এসএমপিএস করানো প্রয়োজন। কিন্তু তা এসএসকেএমে হয় না। তাই বাইপাস সংলগ্ন বা একবালপুরের বেসরকারি হাসপাতালে এই পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিয়েছে সুজয়কৃষ্ণের চিকিৎসায় গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড।

এবার বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র ক্ষেত্রেও একই রাস্তায় হাঁটছে এসএসকেএম। কেননা তাঁর জন্যে জরুরি মহার্ঘ টেস্টও এই হাসপাতালে হয় না। হয় কলকাতার তিনটি বড় বেসরকারি হাসপাতালে। কী সেই টেস্ট যা এত জরুরি? সূত্রের খবর, চিকিৎসকেরা জানতে চান, জ্যোতিপ্রিয়র মাথা ঘোরা ও জ্ঞান হারানোর কারণ। মস্তিস্কের সিটি স্ক্যান কিংবা এমআরআই-তে কিছু মেলেনি। তাই 'হেড-আপ টিল্ট টেবল টেস্ট' বা এইচ-ট্রিপল টি পরীক্ষা দরকার। এই টেস্টটি এসএমপিসএস-এর মতোই এসএসকেএম কিংবা অন্য কোনও সরকারি হাসপাতালে হয় না। হয় তিনটি বেসরকারি হাসপাতালে। রোগীকে বিভিন্ন ভঙ্গি ও 'অ্যাঙ্গেলে' দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে

উপ-রাষ্ট্রপতি পদের অপমান কোনও মতে বরদাস্ত নয় : জগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : উপহাস বিতর্কে রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখলেন সংসদের উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান তথা উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'আপনারা জগদীপ ধনখড়কে কতটা অপমান করছেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, কৃষক সম্প্রদায়, আমার সম্প্রদায়ের অপমান (অপমান) সহ্য করতে পারব না, আমি আমার পদের মর্যাদা যদি রক্ষা করিতে না পারি, তা সহ্য করতে পারব না, এই সদনের মর্যাদা রক্ষা করা আমার কর্তব্য।' এদিকে, উপহাস বিতর্কে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'মিমিক্রি করা একটা কলা...কেউ বলেনি এই মিমিক্রিটা ধনখড়জির জন্য ছিল...এত উঁচু পদে থাকা একজনের জাত নিয়ে কথা বলা কি মানায়?' আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান বলেছেন, এটা একেবারেই ভুল। সমগ্র কৃষক সমাজ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হল জম্মু কাশ্মীরে

জম্মু, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্প অনুভূত হল জম্মু কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায়। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় ৩.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার বিকেলে এই ভূমিকম্প হয়। এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৪ এবং এর গভীরতা ছিল ৫ কিমি।

গত ২৪ ঘন্টায়, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে কমপক্ষে ১১ রাউন্ড ভূমিকম্প হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, কম তীব্রতার কম্পন একটি ভাল লক্ষণ, কারণ এটি একটি বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে।

দরিদ্রদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা আর্থিক চ্যালেঞ্জ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): দরিদ্রদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা হল আর্থিক চ্যালেঞ্জ। বুধবার লোকসভায় এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে "তারিখের পর তারিখ" চলতে থাকে। পুলিশ বিচার ব্যবস্থাকে দায়ী করে। সরকার পুলিশ ও বিচার বিভাগকে দায়ী করে। পুলিশ ও বিচার বিভাগ এই বিলম্বের জন্য সরকারকে দায়ী করে। এখন আমরা নতুন আইনে অনেক কিছুই পরিষ্কার করেছি।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'সিআরপিসিতে ৪৮৪টি বিভাগ ছিল, এখন তাতে ৫৩১টি বিভাগ থাকবে। ১৭৭টি বিভাগে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ৯টি নতুন বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে। ৩৯টি নতুন উপ-ধারা যুক্ত করা হয়েছে। ৪৪টি নতুন বিধান যোগ করা হয়েছে।' অমিত শাহ এদিন লোকসভায় আরও বলেছেন, 'আমরা বলেছিলাম, অযোধ্যায় আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রামমন্দির তৈরি করব এবং ২২ জানুয়ারি সেখানে ভগবান রামের মূর্তি স্থাপন করা হবে। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরকার, যা বলে করেও দেখায়। আমরা বলেছিলাম, সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দেব। কংগ্রেস বহুবার ক্ষমতায় এসেছিল এবং তারিখ দিতে থাকে কিন্তু আমরা প্রদান করেছি এবং নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়েছি।'

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ১৩০০টিরও বেশি রেলস্টেশন উন্নয়নের আওতায় : অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে মোট ১,৩০৯টি রেলস্টেশন উন্নয়নের আওতায় নেওয়া হয়েছে। বুধবার লোকসভায় এমনটাই জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, এই ধরনের ৫৬০টিরও বেশি নির্বাচিত স্টেশনে কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, রেল মন্ত্রক অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে শহর ও রেলের সঙ্গে সংযোগের জন্য ট্র্যাফিক পরিকল্পনা এবং মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কাজ করছে। তিনি আরও যোগ করেছেন, এনডিএ সরকার দেশে নতুন রেলপথ স্থাপনকে বাড়িয়েছে এবং গত ৯.৫ বছরে ২৫ হাজার কিলোমিটার নতুন রেলপথ চালু করা হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, বর্তমান এনডিএ সরকারের আমলে প্রতিদিন ১৪ কিলোমিটার রেলপথ স্থাপন করা হচ্ছে।

আবারও ফিরছে করোনা আতঙ্ক, নবান্নে বৈঠক

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : এই রাজ্যে সংক্রমণ এখনও না-বাড়লেও অন্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই থাবা বসাচ্ছে করোনার নতুন প্রজাতি। করোনার আগ্রাসন রুখতে রাজ্যে ফের তৎপরতা তুঙ্গে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্যকে সাবধানতা অবলম্বন করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের তরফে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়েছে। সেই নির্দেশিকা আসার পরেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব, হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে স্বাস্থ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য ভবনের অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বুধবার ফের করোনা নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে নবান্নে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নবান্নে একটি বৈঠক হয়। মুখ্যসচিবের কাছে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে ওই বৈঠকে। বুধবার ফের বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য। নবান্নেই হবে এই বৈঠক। তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। তবে জারি হতে পারে কোনও এসওপি। ফিরে আসতে পারে মাস্ক ও স্যানিরাইজারের ব্যবহারও। নবান্নের পাশাপাশি সতর্ক কলকাতা কর্পোরেশনও।

প্রসঙ্গত, আবারও ত্রাস ছড়াচ্ছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট । নাম জেএন. ওয়ান। ইতিমধ্যেই দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৮০০ পার করেছে। উৎসবের মরশুমে সংক্রমণ আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সামনেই ২৫ ডিসেম্বর এবং তারপরেই ইংরেজি বর্ষবরণ। এই দু"টি দিন তো বহু মানুষ একসঙ্গে হন। এদিক সেদিক ঘুরতে যাওয়া থেকে শুরু করে পিকনিক এবং নানা রকমের উৎসব লেগেই থাকে। এমনকী ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে সারা শহরজুড়ে মানুষের ঢল উপচে পড়ে। তাই অবিলম্বে এই বিষয় পদক্ষেপ না-করলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে পারে সংক্রমণ। সেদিক থেকে আগাম সতর্ক থাকতেই বৈঠকে বসছে নবান্ন।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিং-এ আবারও সিংহাসনে বাবর

দুবাই, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া বাবর আজম আবারও আইসিসি-র র‍্যাঙ্কিংএ শীর্ষস্থানে ফিরলেন। বুধবার (২০ ডিসেম্বর) প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের শুভমান গিলকে পেছনে ফেলে নিজের পুরনো সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছেন পাকিস্তানের এই প্রাক্তন অধিনায়ক বাবর আজম। বিশ্বকাপের পর কোনও ওয়ানডে না খেলেই এক নম্বরে উঠে এলেন বাবর। ৮২৪ রেটিং পয়েন্ট বাবরের আর ৮১০ পয়েন্ট গিলের। সেরা পাঁচে গিল-সহ আছেন তিন ভারতীয়। ৭৭৫ পয়েন্ট নিয়ে বিরাট কোহলি তিনে এবং ৭৫৪ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। সেরা পাঁচে আছেন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ক্ষয় প্রতিরোধ, মজবুত ও স্বাস্থ্যকর দাঁতের জন্য অনবদ্য অ্যামওয়ের গ্লিস্টার টুথপেস্ট

আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর ।। মুখের স্বাস্থ্যের সঙ্গে শরীরের সামগ্রিক সুস্থতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের অসুখের একটা বড় অংশ মুখের স্বাস্থ্যের ঘাটতি থেকেই উৎপন্ন হয়। তাই মুখের যত্নের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া নিয়ে এসেছে বহু গুণাবলীযুক্ত নতুন গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট। এই প্রোডাক্ট বাজারে আনার বিষয়ে কথা বলার সময় অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সিএমও অজয় খান্না জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ৯৫ শতাংশেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় দাঁতের ক্ষয়ে আক্রান্ত, অন্যদিকে ৫০ শতাংশেরও বেশি ভারতীয় মাড়ির পেছনে সরে যাওয়া, দাঁতের স্পর্শকাতরতা ও নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধের মত সমস্যায় ভোগেন। সামগ্রিক সুস্থতার প্রতি দিন দিন মানুষের আগ্রহ বেড়ে চলেছে, সেজন্য অ্যামওয়ের অন্যতম সর্বাধিক বিক্রি হওয়া ব্র্যান্ড গ্লিস্টার বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ ক্রেতার বিশ্বাস অর্জন করেছে। অ্যামওয়ের সাম্প্রতিকতম সৃষ্টি, গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট মুখে বসবাসকারী জীবাণুদের প্রতিরোধ করার পাশাপাশি একাধিক উপকারিতা দেয় এনামেল ৪২ শতাংশেরও বেশি সাদা করে, ১২ ঘণ্টা ধরে নিঃশ্বাসে সতেজতা বজায় রাখে, প্লাক কমায়, এর ফ্লেভারে রয়েছে নিউট্রিলাইটের জোগান দেওয়া প্রত্যায়িত পেপারমিন্ট এসেনশিয়াল অয়েল, যা নিঃশ্বাসে সতেজতা আনে এবং এটি উদ্ভিজ্জ গুণাবলী সমৃদ্ধ।

১১টি প্রাকৃতিক উপাদান সমৃদ্ধ গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট হার্বালস মুখের হাইজিনের সাথে সামগ্রিক সুস্থতার জন্য সহায়ক। শরীরের প্রবেশপথ, মুখে ৭০০ এরও বেশি জীবাণুর এক বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি রয়েছে। গবেষণায় জানা যাচ্ছে যে, দেহযন্ত্র সম্পর্কিত সমস্ত অসুখের ৯০ শতাংশ মুখ থেকে বিকাশ লাভ করে। ফলে সামগ্রিক সুস্থতার জন্য মুখের যত্ন নেওয়ার গুরুত্বের ব্যাপকতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে বলা যায়, গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট ও গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট হার্বালস সরবিটল ও গ্লিসারিনের মত উপাদান, উদ্ভিজ্জ গুণাবলী সমৃদ্ধ। এতে কোনো প্রাণীজ উপাদান, চিনি, অ্যালকোহল, পারক্সাইড বা প্যারাবেন নেই। নতুন গ্লিস্টার মাল্টি- অ্যাকশন টুথপেস্ট দাঁতকে বানায় মজবুত ও স্বাস্থ্যকর। দাঁত ক্ষয় প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্টের উপকারিতাগুলো ছাড়াও গ্লিস্টারের হার্বাল টুথপেস্টটিতে রয়েছে লবঙ্গ, নিম, পেপারমিন্ট, স্পিয়ারমিন্ট, আদা, টি-ট্রি, মুলেঠি, তুলসী, ইউক্যালিপ্টল, লেবু ও কপূরের মোট ১১টি উপাদান। উপরন্তু, উভয় প্রকারই আইডিএ দ্বারা প্রত্যায়িত। গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট ও গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট হার্বালসের ২০০ গ্রামের প্যাক ৫০ গ্রামের প্যাকেও বিক্রি করা হয়। গ্লিস্টার মাল্টি-অ্যাকশন টুথপেস্ট ও সামগ্রিক সুস্থতার প্রতি গ্লিস্টারের অঙ্গীকার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন: www.amsay.in

পাকা চুল টেনে তোলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

সাধারণত বয়স ৩০ পার হওয়ার পরে চুল পাকতে দেখা যায়। অনেকের ক্ষেত্রে আরও কম বয়সে দেখা দিতে পারে। অধিকাংশ নারী পাকা চুল রং দিয়ে ঢেকে রাখতে পছন্দ করেন। তবে কেউ কেউ আছেন পাকা চুল টেনে তোলেন যা ঠিক না।

চুল পাকার কারণ- পাকা চুল সাধারণত বয়স বাড়ার একটি প্রাকৃতিক লক্ষণ।

"মেলানিনের উৎপাদন এবং পিগমেন্টেইশন বয়স বাড়ার সাথে সাথে কমে যায়। ফলে চুল সাদা হয়ে যায়"- বলেন ভারতীয় ত্বক বিশেষজ্ঞ সমির আপ্তে।

হেলশটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি আরও জানান, প্রতিটি চুলের ফলিকলে পিগমেন্টেইশন তৈরিকারক কোষ মেলানোসাইটিস রয়েছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই কোষের সক্রিয়তা ধীরে ধীরে কমে। ফলে মেলানিন উৎপাদন হ্রাস পায় এবং চুল ধূসর অথবা সাদা হয়ে যায়।

প্রাকৃতিক বয়স বৃদ্ধি ছাড়াও আরও বেশ কিছু কারণে চুল সাদা হতে পারে যেমন- বংশগতি, পারিপার্শ্বকি অবস্থা, ধূমপান, পুষ্টির ঘাটতি- বিশেষত ভিটামিন বি ১২ এবং খনিজ উপাদান যেমন- লৌহের ঘাটতি এবং মানসিক চাপ চুল পাকার অন্যতম কারণ।

পাকা চুল তুলকে কি আরও চুল পাকে? প্রায়ই শোনা যায় যে, একটি পাকা চুল টেনে তুললে আশপাশের চুলগুলো পাকা বা সাদা হয়ে যায়। এটা আসলে এক ধরনের ভ্রান্ত ধারণা।

ডা. আপ্তে বলেন, "চুল টেনে তোলার ফলে কোনোভাবেই আশপাশের চুলের ফলিকলকে প্রভাবিত করতে পারে না অথবা চুলের রংয়ের জন্য দায়ী মেলানোসাইটিসের ওপর প্রভাব রাখে না। প্রত্যেকটা চুলের ফলিকল স্বকীয় এবং অন্য চুল আক্রান্ত হওয়ার জন্য দায়ী নয়।"

যেহেতু চুল পুনরায় গজায় তাই নতুন চুলে অনেক ক্ষেত্রে পিগমেন্টেইশন হ্রাস পেতে পারে। ফলে ধূসর বা সাদা দেখায়। এই কারণে অনেকে ভেবে থাকেন, পাকা চুল তোলাতে আরও পাকা চুলের জন্ম দেয়। তবে চুল পাকা আর বৃদ্ধি হওয়া একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। তবে নিয়মিত পাকা চুল টেনে তোলা চুলের ফলিকলকে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যে কারণে চুল পড়ার পাশাপাশি আরও নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পাকা চুল তোলার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া পাকা চুল তুলে ফেলা মানেই এটা নয় যে সকল কাঁচা চুল সাদা হয়ে যাবে। তবে পাকা চুল টেনে তোলার কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। যেমন- সংক্রমণের ঝুঁকি: চুল টেনে তোলার ফলে এর ফলিকলে ব্যাক্টেরিয়া জমাট বাঁধতে পারে যা পরে লালচে, ফোলাভাব অথবা অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টি করে। এটা এক ধরনের চুলের ফলিকলের সংক্রমণ বা প্রদাহ- এমনটাই জানান ডা আপ্তে; এর ফলে অনেক সময় মাথার ত্বকে ব্রণের মতো দানাদার অংশ দেখা দেয়।

অন্তর্বর্ধিত চুল- পাকা চুল টেনে তোলা চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধির গতি বা দিক পরিবর্তন করতে পারে। ফলে ছোট ছোট চুল দেখা যায় যা অনেক সময় ত্বকে লালচে ভাব, প্রদাহ এমনকি সংক্রমণের কারণ হতে পারে।

ত্বকের জলুনি- চুল টেনে তোলার ফলে মাথার ত্বকে জ্বলুনি দেখা দেয়। ফলে লালচে-ভাব, চুলকানি ও জ্বালাপোড়া অনুভূতি হতে পারে। ত্বক সংবেদনশীল হলে এক্ষেত্রে অনেক বেশি সাবধানে হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

ফলিকলের ক্ষয়- খুব বেশি পাকা চুল টেনে তোলা চুলের ফলিকলের জন্য ক্ষতিকর। এর ফলে চুলের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তা স্থায়ী চুল পড়ার কারণও হতে পারে।

হাইপার পিগমেন্টেইশন অথবা দাগ: দীর্ঘদিন ধরে চুল টেনে তোলার অভ্যাস থাকলে মাথার ত্বকে কালচে দাগ হতে পারে। এছাড়াও অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের দাগ দেখা দেয় যা সার্বিক ত্বকের ওপর এবং ভবিষ্যতে চুলের বৃদ্ধির ওপর প্রভাব রাখতে পারে।

চুলের মানের পরিবর্তন- চুল টেনে তোলার ফলে লোমকূপ বড় হয়ে যেতে পারে। ফলে পুনরায় চুল গজানোর সময় সাধারণ পূর্বের চুলের থেকে অনেক বেশি মোটা হয়ে গজাতে পারে বলে জানান, এই বিশেষজ্ঞ।

চুলের অসম বৃদ্ধি- চুল টেনে তোলার ফলে এর প্রাকৃতিক বৃদ্ধি চক্র ব্যাহত হয়। ফলে একেক চুল একেক গতিতে বাড়ে। চুলের এই অসম বৃদ্ধির ফলে চুলের গঠন ও আকারেও দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে। পাকা চুলের যত্ন নেওয়ার উপায় সাদা চুল রং করতে চাইলে প্রাকৃতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। এতে চুল রং হওয়ার পাশাপাশি সুস্থও থাকবে।

পাকা চুল শুষ্ক হয়ে যায়। তাই এর আর্দতা রক্ষার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। এমন শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার বাছাই করতে হবে যা পাকা চুলের আর্দতা বজায় রাখার পাশাপাশি চকচকেভাব আনতে সহায়তা করে।

সূর্যালোকের কারণে হওয়া ক্ষয় কমানোর চেষ্টা করতে হবে। টুপি পরে বা অন্য কোনো চুলের প্রসাধনীর সাহায্যে চুলকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। চুল ভালো রাখতে দীর্ঘসময় সূর্যালোকে না থাকা অথবা সুরক্ষার স্তর অবলম্বন করা জরুরি। পাকা চুলের আগা ফাটাভাব কমাতে মোটা দাঁতের চিরুনি ব্যবহার করা উচিত। জট ছাড়াতে, জোড়ে আঁচরানো এড়াতে বিশেষ করে চুল ধোয়ার পরে এমন চিরুনি সহায়তা করে। চুল ভালো রাখতে স্টাইলিংয়ে যতটা সম্ভব তাপীয় যন্ত্রের ব্যবহার এড়িয়ে চলা প্রয়োজন।

নিয়মিত আগা ছাটা চুলের ভঙ্গুরভাব কমায় এবং চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আর চুলের রুক্ষতা ও মলিনভাব কমে। ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ সুষম খাবার খাওয়া চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে। পর্যাপ্ত ভিটামিন ই, ভিটামিন বি ১২, লৌহ এবং ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডস সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া সার্বিকভাবে চুলের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে। উন্নত মানের ও পাকা চুলের জন্য তৈরি এমন প্রসাধনী ব্যবহার করা প্রয়োজন। এসব প্রসাধনীতে চুলের হলদেভাব হ্রাস ও রূপালিভাব ফুটিয়ে তোলার উপাদান যোগ করা থাকে। তাই পাকা চুল তুলে ফেলার পরিবর্তে বরং প্রাকৃতিক রংয়ের প্রভাব ফুটিয়ে তোলার বিষয়টা বিবেচনা করতে হবে।

শীতকালে চিনাবাদাম খাওয়ার উপকারিতা

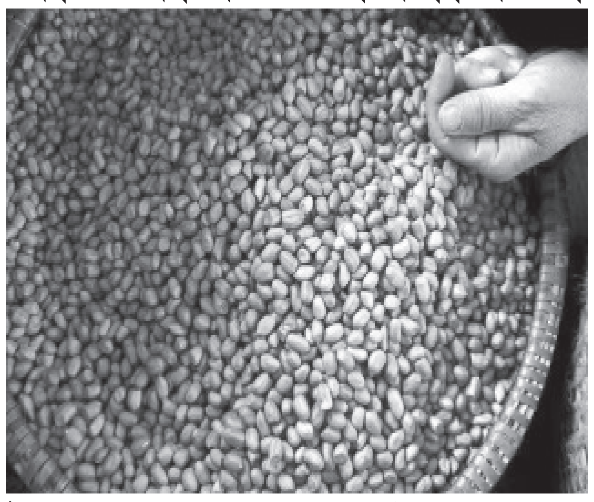

ঠাণ্ডা পরিবেশে গরম কিছু অথবা শুকনা খাবার খেতে বেশি ভালো লাগে। আর শীতকালে চিনাবাদাম খুব ভালো পছন্দ হতে পারে। এটা পেট ভরে রাখার পাশাপাশি পুষ্টি যোগায় এবং শীতকালের মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

শীতে উষ্ণ থাকতে প্রয়োজনীয় চর্বি

শীত মানেই হিমশীতল বাতাস। স্বাভাবিকভাবে, শীতের খাবার শরীর উষ্ণ রাখতে ও আরাম অনুভবে সহায়তা করে।

পুষ্টিবিদ আভনি কাওল হেলশটস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলেন, "হৃদস্বাস্থ্য বান্ধব মনোআনস্যাচুরেইটেড ও পলিআনস্যাচুরেইটেড চর্বি রয়েছে চিনাবাদামে, যা শক্তির ভালো উৎস। আর শরীর উষ্ণ রাখতে সহায়তা করে।"

টেকসই শক্তির উৎস

শীতকালে আলসেমি বা দুর্বলভাব অনুভূত হতে পারে। এই সময় শক্তিবর্ধক খাবার খাওয়ার প্রয়োজন। যেসব খাবার উচ্চ প্রোটিনযুক্ত সেগুলো আমাদের সারাদিনের শক্তি যোগাতে সহায়তা করে। চিনাবাদাম প্রোটিনের ভালো উৎস ও দীর্ঘস্থায়ী শক্তি প্রদান করে। এছাড়াও শীতকালে ক্লান্তিভাব কমাতে সহায়তা করে।

ভিটামিন ই সরবরাহ করে

আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে অনেকের ঠাণ্ডা অথবা অ্যালার্জির সমস্যা দেখা দেয়। চিনাবাদাম খাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং অ্যালার্জির ঝামেলা কমাতে সহায়তা করে।

এই আভনি বলেন, "উচ্চ ভিটামিন ই সমৃদ্ধ চিনাবাদাম অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং মৌসুমী অসুস্থতা কমাতে সহায়তা করে।"

ত্বকের যত্ন

শীতকালে ত্বকের শুষ্কতা কমাতে চিনাবাদাম কার্যকর। কারণ এতে রয়েছে বায়োটিন নামক যৌগ যা ত্বক উজ্জ্বল ও চকচকে করে তুলতে সহায়তা করে।

হাড় বান্ধব খনিজ উপাদান

আভনি বলেন, "প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান যেমন- ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস ও জিংক হাড়ের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। আর এসব মিলবে চিনাবাদাম থেকে।"

মন ভালো রাখতে

শীতকালে ভারী পোশাক পরা এবং বিছানায় ভারী কাঁথা কম্বল নিয়ে শুয়ে থাকার বিষয়টা একঘেয়েমি লাগতে পারে। এর ফলে অনেক সময় মন মেজাজ খারাপ হয়। চিনাবাদামে রয়েছে এক ধরনের অ্যামিনো অ্যাসিড 'ট্রিপ্টোফ্যান' যা সেরোটোনিন উৎপাদন করে শীতকালে মন খারাপ বা 'উইন্টার ব্লু' দূর করে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ

চিনাবাদাম কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স সমৃদ্ধ। ফলে রক্তের শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই শীতকালে খাবার তালিকায় চিনাবাদাম যোগ করা উপকারী।

মনে রাখতে হবে

অতিরিক্ত চিনাবাদাম খাওয়াতে পর্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই খেতে হবে পরিমিত।

দেবাশিস তেওয়ারী-র এক গুচ্ছ কবিতা

রোমা কি এখনই...

কিছুক্ষণের জন্য ঘরে ঢুকল রোমা
এসে চুপচাপ
খাটের ওপাশ থেকে তুলে নিলে
গনগনে আঁচ
আগুনের ফলা থেকে ছুরি
তারপর আমার সমস্ত শক্তি পার করে
সহ্যের মাথার উপরে উঠে
দাঁড়িয়ে খড়্গ হাতে
চেপে ধরলে ঝুঁটি
রোমা কি এখনই কাটবে আমার মস্তক,
ভাবতে-ভাবতে মাথা ঝুলে গেল
ফাঁক হল ছিন্নমস্তার টুঁটি !

রোমাকে নিয়ে

ও রোমা, তোমার নাম লেখা আছে রোদ্রের আঁচড়ে
তুমি আছো ভিতরের ঘরে
আমি বাইরে। কিছুক্ষণ পরে
তুমি এলে পড়ার টেবিলে
এতক্ষণ যা যা লেখা হল, সব শূন্য হয়ে
উড়ে গেছে মেঘেদের ঘরে,
তারপর চিরায়ত তোমার আপসে
মেঘেদের ঘর ভেঙে সমুদ্রে পড়ে থাকা সব, সব লেখা
তটে এসে ধরা দিল
বালিতে-কাঁকরে !

ঝুলন্ত এই উষাকাল

ছায়া মেখে ক্লান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছি
এই ঘাসে।
বিকেলের উপত্যকা পার্বত্যপ্রদেশ
জনতার রোদ্রে ভেসে যায়।

কোথায় জনতা রোদ্র প্রদেশের ছায়া !

নীচে বহুদূর থেকে ধোঁয়াশার অন্তরালে
উঠে আসা শ্বেতশুভ্র ফেনা,
মনে হয় দিগন্তের থেকে ওই নীচে
সূর্য উত্থিত হবে একটু পরেই,
তারও আগে এই বেলা, মাখো-মাখো বাতাসের সুরে
গা-ভাসাতে গিয়ে দেখি
শূন্য থেকে ধেয়ে আসা দিগন্তের
মখমল চাদর
আমার দিকেই পা-দুলিয়ে
তোলপাড় করে দিচ্ছে এই দোলনা আর
ঝুলন্ত এই উষাকাল।

অনুদিত রন্ধন

এ রন্ধনের দগ্ধ হাওয়ায়
উড়ছে পাঁপড় মশলার ঘ্রাণ
মশলা দেখায় বাসমতী চাল
দগ্ধ হাওয়ার স্যাফরন প্রাণ !

সে প্রাণ যেন গঙ্গা ছেড়ে
ধুনছে কাঁচা লঙ্কার গুণ
পরিবেশন তরজমাতে
থালায়-থালায় টুকরো আগুন !

রোমাকে নিয়ে আরও একটি

আমার সমস্ত অপমান, সব নশ্বরতাটুকু
বিলিয়ে দিয়ে যাই
বিকেলের চৈতন্যের মাঠে
চৈতন্যের তটে যেদিন এ-ভেলা ভাসিয়েছি
সেই অস্তমিত পথ আজও জায়মান
উজ্জিবিত করে রাখে আমার সত্তাকে !

সত্তার আড়াল থেকে বিবেকের মাঠে
পাখি নেমে আসছে ঝাঁকেঝাঁকে !

তার কাছে জমা রাখি নশ্বরতাটুকু, সব ঋণ
চৈতন্যের মাঠ থেকে ঝরে পড়া ছায়াময় দিন
ডেকে যাচ্ছে আমার রোমাকে !

তোমার মুখের হাসি

তোমার মুখের হাসি মিশে গেছে গাছের ছায়ায়
শীতনিয়ন্ত্রিত এই পৃথিবীর পদপ্রান্তে দাঁড়িয়েছি আমি
ছায়াগুলো গাঢ় আর ম্লান
যৌবন সূর্যের থেকে সব সতেজতাটুকু নিংড়ে নিয়েছি
এখন, তার রঙ অস্তবর্ণ লাল

তোমার মুখের হাসি ফিকে হয়ে মিশে গেছে
কিছুকাল হল
তাই,আর দ্যাখা হয় না কখন সকাল !

দু'দুটো ময়ূর

ভেসে যাওয়া নালা-নর্দমায়
কে যায় ? কে যায় ?
ভরা বর্ষা শ্রাবণ প্রভাতে
আকাশ গর্জায় !

বৃষ্টি-রোদে বিরাট কটাহ
কালো হয়ে আছে,
রাস্তায় ছাতার নীচে দু'দুটো ময়ূর
গল্পে কাছে কাছে
বিশাল ঘনিষ্ঠতায়
এক্ষুনি ভেসে যাবে নালা-নর্দমায় !

প্রথার প্রণালী

প্রথার আড়ালে থাকো তুমি
লজ্জা দিয়ে ঢেকে রাখি তোমা
একচিলতে পৃথিবীর ভূমি
ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেবে সোমা !

অথচ লজ্জার স্তুপ ঠেলে
বিন্দু-বিন্দু পাহাড়ও লুকায়
পারস্পর্যে জেগে উঠে গেলে
জনতার এক-একটি ঘায়ে !

কোথায় সোমার প্রতিরূপ
চেপে আসে সাব-অলটার্ন
সকলেই একপ্রকার চুপ
ফুঁৎকারে উড়িয়ে দেবে প্রাণ !

যেখানে আরাধ্য জনগণ
আজ দেখি ধূ ধূ করছে বালি
প্রথার আড়ালে তাকে খুঁজি
স্থিরচিত্র প্রথার প্রণালী !

দোষ

গালে সাদা কুঁকড়ে যাওয়া দাগ
মুখে রোশ
এরপরের পরিত্রাণ রোদের আক্রোশ
সূর্যকে আড়াল করে যেই নেমে আসি ফাঁকা ঘরে
গরম আদরে
তুমিও উঠলে তেতে ফেঁস
মাথার উপর থেকে অশনির ছ'টা নিয়ে
নেমে এল হালকা দু'টো দোষ !

প্রিয় রোমার ও-মুখ

ঘাসের উপরে এসে ঝরে পড়ছে বিন্দু-বিন্দু রোদ
পিঠে বালি উপচে পড়া সমুদ্রের ছাঁচ
উপরে সূর্যের কড়া আঁচ
ক্ষয়াটে হয়েছে এসে বিকেলের সিন্ধু-সিন্ধু ঘাসে।
এসময় প্রিয়লব্ধ রোমার ও-মুখ MSS-এ পাঠিয়েছি
আকাশে-আকাশে।

রোজনামচা

গায়ে মেখে বসে আছি রোদ্দুরের কুচি
বহুদিন খাওয়া হয়নি লুচি
তেলমশলা ভাজাভুজি সব বন্ধ, সব
কিন্তু দেখো এতটুকু রুচি
কমেনি বরং যেন বেড়ে গেছে, বেড়ে
একবারই ভাত খাই, ছেড়ে-ছেড়ে
ফল-ছোলা-প্রোটিন পাউডার
এর সাথে কোচিং ফ্রি রোগ সারাবার !

সংসার-সীমান্তে

গরমে, রোদের আঁচে গিলে নিচ্ছি ধুলো
পিঠের ওপর থেকে সরিয়েছি রোদের আঁচড়
এরপরের ঝড়ে
মাথা খালি করে দেবে
যতটুকু সহায় সম্বল, সব ঝেড়েপুঁছে
সূর্যকে তাতিয়ে
যতবার ঠেসে ধরবে জলে
ততবার সূর্য অতিবেগুনীর টানে
আর একটু ঝাঁঝিয়ে
নিজেকে বিকিয়ে দেবে
সংসারের তীব্র জাঁতাকলে !

‘বিচারপতি দে-কে সিআইডি-র মানসিক নির্যাতন’, তদন্ত চায় বিজেপি

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : তদন্তের নামে বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী তথা কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি প্রতাপ চন্দ্র দে-কে রাজ্য পুলিশের সিআইডি ডেকে নিয়ে মানসিক নির্যাতন করছে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনকে এই অভিযোগের তদন্ত করতে হবে বলে দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি-র সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

অমিতবাবু বুধবার এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “এটা বিচার বিভাগকে ভয় দেখানোর নির্লজ্জ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী প্রতাপ চন্দ্র দে কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি। তাঁর স্ত্রী বিচারপতি অমৃতা সিনহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জিকে জড়িত কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বিষয়ে শুনানি করছেন। বিচারপতি দে-কে পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি তলব করে বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়ার জন্য হয়রানি করেছে। বিচারপতি দে সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়ে জড়িত নন। এটি অত্যন্ত গুরুতর এবং বার কাউন্সিলকে অবশ্যই উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।”প্রসঙ্গত, কলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনকে লেখা চিঠিতে প্রতাপচন্দ্রের অভিযোগ, যে মামলায় তাঁকে সাক্ষী হিসেবে তলব করা হয়েছিল, তার সম্পর্কে প্রশ্ন করার বদলে বিচারপতি সিংহের বিষয়ে নানাবিধ তথ্য জানার চেষ্টা করেছেন সিআইডি অফিসারেরা। প্রতাপচন্দ্র যাতে স্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা সাজানো বয়ান দেন, তার জন্যও তাঁকে কুকথা বলার পাশাপাশি মানসিক নিপীড়নও চালানো হয়েছে বলে আইনজীবীর অভিযোগ। প্রতাপচন্দ্রের অভিযোগ, তাঁকে টাকা, বাড়ি, গাড়িরও টোপ দিয়েছেন তদন্তকারীরা। এ পর্যন্ত দু’দফায় প্রতাপচন্দ্রকে তলব করা হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় দিন ন’ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বলেই অভিযোগ তাঁর।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরকে তলব ইডির

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার এক পার্থ-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার তাঁকে ইডির দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি ডিসেম্বরেই কলকাতা ও বিধাননগর পুরসভার ২ তৃণমূল কাউন্সিলর, বাপ্পাদিত দাশগুপ্ত এবং দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর পার্থ সরকারকে তলব করা হল। কলকাতা পুরসভার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি।

একটা সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ডানহাত বলে পরিচিত ছিলেন পার্থ সরকার। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত মে মাসে তাঁর বেহালার পর্ণশ্রীর বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। তাঁকে একাধিকবার তলব করে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারীদের দাবি ছিল, নিয়োগ দুর্নীতিতে আর এক অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষকে জেরা করে জানা গিয়েছিল যে অযোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা এবং কয়েক কোটি টাকা এই পার্থ মারফৎই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অযোগ্য প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্প্রতি পার্থ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য পেয়েছে ইডি। জানা যাচ্ছে, গত ১২ বছরের তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কের আর্থিক লেনদেনের নথি-সহ হাজির হতে বলা হয়েছে পার্থকে।

কোকরাঝাড়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের হাতে উদ্বোধিত বাথৌ মন্দির, অংশগ্রহণ অন্য কার্যসূচিতে

কোকরাঝাড় (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাগানশালিতে নবনির্মিত বাথৌ থানচালির (বড়ো জনগোষ্ঠীর উপাসনাস্থল) উদ্বোধন করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বড়ো জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক জীবনশৈলীতে তাঁদের উপাস্য দেবতা বাথৌ-এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

এর আগে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে এক প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন কোকরাঝাড় জেলার অভিভাবক-মন্ত্রী অশোক সিংঘল, বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো।

বাথৌ মন্দির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ কাঁচিবাড়ি খেলার মাঠে কোকরাঝাড় জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত ”বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা” কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন।

এর পর রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘল, বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো এবং সরকারি বিভিন্ন দফতরের পদস্থ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বিজনিতে অনুষ্ঠিত বিটিআর সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যান।

করিমগঞ্জের সলগই চা বাগান পঞ্চায়েতের নতুন কমিটি গঠিত

পাথারকান্দি (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের সলগই চা বাগান পঞ্চায়েতের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। বুধবার বরাকভ্যালি চা ইউনিয়নের পদাধিকারী বীরেন্দ্রপ্রসাদ তিওয়ারি, বিন্দাচল কানু, গোলাপচাঁদ কানু, হৈমন্তি বাসফর সহ বাগান শ্রমিকদের উপস্থিতিতে আয়োজিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাথারকান্দি নির্বাচন কেন্দ্র এলাকার লোয়াইরপোয়া ব্লকের হাতিখিরা চা বাগানের সলগই ডিভিশনের বাগান পঞ্চায়েতের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

নতুন কমিটিতে সভাপতি পদে রমাকান্ত কানু, সম্পাদক মুন্নালাল রবিদাস সহ সাতজন সহ-সভাপতি, সহ-সম্পাদক ও সদস্য-সদস্যাকে মনোনীত করা হয়েছে। নব গঠিত কমিটির হাত ধরে চা শ্রমিকদের নানা সমস্যার সমাধান সহ বাগানের সার্বিক উন্নয়ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন স্থানীয়রা।

ইন্দ্রলোক স্টেশনে মহিলার ব্যথিত দিল্লি মেট্রো কর্তৃপক্ষ, পরিবারবর্গকে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : ইন্দ্রলোক মেট্রো স্টেশনে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মহিলার পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা দেবে দিল্লি মেট্রো। দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (ডিএমআরসি) বুধবার একটি বিবৃতি জারি করে একথা জানিয়েছে। ডিএমআরসি বুধবার বিবৃতিতে জানিয়েছে, মেট্রো রেলওয়ের বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধান অনুসারে, মৃত মহিলার পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এছাড়াও, মানবিক সহায়তা হিসাবে মৃতদের শিশুদের জন্য অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। ডিএমআরসি ঘোষণা করেছে, মহিলার উভয় সন্তানের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে তারা।ডিএমআরসির ঊর্ধতন আধিকারিকদের একটি দলকে মোতায়েন করা হয়েছে যাতে মহিলার শিশুদের সমস্ত প্রয়োজনীয়তা দ্রুত পূরণ করা যায়। ঘটনাটি ঘটেছে ১৪ ডিসেম্বর ইন্দ্রলোক মেট্রো স্টেশনে। এক মহিলা ট্রেনে উঠে পড়লেও তাঁর সন্তান প্ল্যাটফর্মে রয়ে গিয়েছিল। তিনি ট্রেন থেকে নামতে গেলে তাঁর শাড়ি ট্রেনের দরজায় আটকে যায়। ট্রেনটি চলন্ত অবস্থায় তাঁকে টেনে ছিচড়ে নিয়ে গেলে মহিলার মৃত্যু হয়। মেট্রো রেলওয়ে সেফটি কমিশনার (সিএমআরএস) ঘটনার তদন্ত করছে। মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যেহেতু মহিলার উভয় শিশুই নাবালক, তাই ডিএমআরসি বর্তমানে আইনি উত্তরাধিকারীদের কাছে অর্থ হস্তান্তর করার জন্য আইনি পদ্ধতিগুলি শুরু করেছে। আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি দিল্লি মেট্রো ব্যবস্থাপনাকে শিশুদের যত্ন ও শিক্ষার বিষয়টি দেখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নবান্নে ঢুকে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি, এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : “দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী লোক দেখিয়ে বাংলার প্রাপ্য টাকা চাইতে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখানে এসেছি বাংলার বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের বঞ্চনার কথা জানাতে।”

শুক্রবারই বিরোধী দলনেতা জানিয়েছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের দিনই নবান্ন এবং রাজভবনে পাল্টা কর্মসূচি করবেন। জানাবেন, বাংলায় বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের বঞ্চনার কথা। পাশাপাশি যে সমস্ত জায়গায় বিজেপি জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, সেখানকার মানুষের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার কথা। সেই মতো বুধবার বেলায় দিল্লিতে মোদী -মমতা বৈঠক শেষ হওয়ার অনতিবিলম্বেই শুভেন্দুবাবুর গাড়ি প্রবেশ করে বাংলার প্রশাসনিক ভবন নবান্নে। নবান্নে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, “বলে যাচ্ছি, আমরা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না। পিছু তাড়া করবই।’

শুভেন্দুবাবু জানান, ভিতরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে দেখাও করেন তিনি। জানিয়ে আসেন বাংলা বিরোধী নেতাদের বঞ্চনার কথা। যেমনটা করবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুবাবু।

পরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “এখানে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠরোধ করা হয়। প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতেও ডাকা হয় না তাঁদের। এমনকি, তাঁদের এলাকার জনগণও সুযোগ সুবিধা পান না। এ ভাবে রাজ্য সরকার যে ভাবে বিরোধীদের প্রতি বঞ্চনা করছে, আমরা তারই পাল্টা কর্মসূচি করেছি এখানে।”

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের অনতিবিলম্বেই নবান্নে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। সকাল সাড়ে ১১টার কিছু পরেই তাঁর গাড়ি প্রবেশ করে নবান্নের চত্বরে। তিন জন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢোকেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা।

কাউকে কিছু না বলে, এভাবে নবান্নযাত্রা কেন? জবাবে শুভেন্দুবাবু বলেন, ‘আগে বললে ঢুকতে দিত না। আমরা চার জন এসেছি। আধ ঘণ্টা আগে ফোনও করেছিলাম, তাতে দেখছি-দেখব করছিল প্রশাসন। তাই আর অপেক্ষা করিনি। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে বঞ্চিত করছেন। মুখ্যসচিবের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে গেলাম ওঁকে। এখানে বিরোধীদের ভোট দিলে ঘরছাড়া হতে হয়, ভোট লুঠ হয়, আবাস, বার্ধক্যভআতার টাকা দেওয়া হয় না। এই সরকার ফর দ্য ফ্যামিলি, বাই দ্যা ফ্যামিলি, অফ দ্য ফ্যামিলি নীতি নিয়ে চলছে। কেন্দ্র অনেক টাকা দিয়েছে, কী ভাবে নষ্ট হয়েছে, তার তালিকা দিয়েছি।”

শুভেন্দুবাবু বলেন, “আমি সাড়ে ১০টার সময় ফোন করেছিলাম রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলছিলেন না। তাই আমি আর কিছু না বলেই চলে আসি।

তবে আমরা আইন মেনে চলা নাগরিক। তাই প্রশাসনিক দফতরের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তাই পাঁচজনের বেশি লোক নিয়ে আসিনি।”

বুধবার শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে ছিলেন বাংলার তিন বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি, বিশাল লামা এবং শঙ্কর ঘোষ। নবান্নে পৌঁছনোর পর তাঁরা হাতে পোস্টার নিয়ে ভিতরে ঢোকেন এবং দেখা করেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে।

রাজগঞ্জে অবৈধ কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার আট

জলপাইগুড়ি, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবায় একটি বাড়িতে বেআইনি কল সেন্টারে অভিযান চালিয়েছে বেলকোবা ফাঁড়ি ও রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে বাড়ির মালিকও রয়েছেন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বেলাকোবার সাহেব বাড়ি এলাকায় একটি বাড়িতে অবৈধ কল সেন্টার চালানোর গোপন সংবাদ পায় বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ। খবর পেয়ে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশসহ রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ওই বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশ ওই বাড়ি থেকে পাঁচ ছাত্রীসহ দুই যুবককে আটক করেছে। একইসঙ্গে বাড়ি থেকে বেশ কিছু মোবাইল ফোন, সিমকার্ড, দুটি ল্যাপটপ, একটি চার চাকার গাড়ি ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এরপর গভীর রাতে আবার অভিযান চালিয়ে বেলাকোবা থেকে বাড়ির মালিককে আটক করা হয়। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উপহাস বিতর্কে মুখ খুললেন রাহুল গান্ধী, মিডিয়ার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস নেতা

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): উপহাস বিতর্কে অবশেষে মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি মিডিয়ার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ‘সাংসদরা সেখানে বসে ছিলেন, আমি তাঁদের ভিডিও শুট করেছি। আমার ভিডিও আমার ফোনে আছে। মিডিয়া এটা দেখাচ্ছে...কেউ কিছু বলেনি...আমাদের ১৫০ জন সাংসদকে (সদন থেকে) বের করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু মিডিয়াতে তা নিয়ে কোনও আলোচনা নেই।’ রাহুল গান্ধী আরও যোগ করেছেন, ‘আদানি নিয়ে কোনও আলোচনা নেই, রাফাল নিয়ে কোনও আলোচনা নেই, বেকারত্ব নিয়ে কোনও আলোচনা নেই। আমাদের সাংসদরা নিরাশ হয়ে বাইরে বসে আছেন। কিন্তু আপনারা অনুকরণ নিয়ে আলোচনা করছেন।’ উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে নানা ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, সেই সময় রাহুল গান্ধীর মোবাইলে ভিডিও তুলতেও দেখা যায়।

মলুকে মৃত বাবার দেহ আগলে মেয়ে, চাঞ্চল্য এলাকায়

তমলুক, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মৃত বাবার দেহ জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছে মেয়ে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পদুমবসান এলাকায়। বুধবার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে উদ্ধার করে দেহ।

পদুমবসান এলাকারই এক বাড়িতে থাকতেন ভোলানাথ দে নামে ৮০ বছরের বৃদ্ধ। তিনি কৃষি দফতরে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। সঙ্গে ছিল তাঁর ৩৫ বছরের মেয়ে মান্তু দে। তিনি আবার মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় পরিচারিকা আর বাড়িতে ঢুকতে পারেননি। প্রত্যহ বারবার দরজা ধাক্কা দিয়ে ও চিৎকার করে ডাকার পরেও ভেতর থেকে দরজা খোলেনি কেউ। ঘটনায় শোরগোল শুরু হয় এলাকায়। প্রতিবেশীরাই খবর দেন স্থানীয় কাউন্সিলরকে। খবর যায় তমলুক থানায়।

বুধবার তমলুক থানার পুলিশ এসে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায় ওই মহিলা তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান দীর্ঘ অনাহারের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের। না খাওয়ার কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল পড়েছেন ওই মহিলা। ইতিমধ্যেই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে তাঁর মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে।

এসএসকেএম নিয়ে তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাই কোর্টে

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিভিন্ন দুর্নীতিতে নাম থাকা অভিযুক্তদের আশ্রয় দিচ্ছে এসএসকেএম হাসপাতাল। এমনই অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে।

রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালই চিকিৎসা পরিষেবার অপব্যবহার করছে বলে ওই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। এ নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী।

মামলাটি করেছেন আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার। তাঁর আবেদন, ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ‘অভিযুক্তদের’ সমস্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হোক। তা যাচাই করা হোক কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতালকে দিয়ে। ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকা অভিযুক্তদের কেস রেকর্ড যাতে আদালতে জমা করা হয়, তা নিয়ে সিবিআই এবং ইডিকে নির্দেশ দিক হাই কোর্ট। মামলাকারী দাবি করেছেন, বৃহত্তর জনস্বার্থে এই মামলা করেছেন। তিনি এবং তাঁর মতো বেশির ভাগ মানুষ চান এসএসকেএম হাসপাতালে সকলের জন্য সমান চিকিৎসা হোক। প্রভাবশালীদের অতিরিক্ত গুরুত্ব যেন না দেওয়া হয়।

হলফনামায় মামলাকারীর দাবি, “চিকিৎসার প্রয়োজন নেই অথচ, ওই হাসপাতালে প্রভাবশালীরা বেড (শয্যা) দখল করে রেখেছেন। সেখানে তাঁদের ভণ্ড চিকিৎসা চলছে। অসুস্থ সাধারণ মানুষ বেড পাচ্ছেন না। আশঙ্কাজনক রোগীরাও উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না।”

মামলাটি আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই নিয়োগ মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফ ‘কালীঘাটের কাকু’র অন্তর্বর্তী জামিন মামলায় এসএসকেএম হাসপাতালের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইডি। তারা দাবি করেছে, চিকিৎসার প্রয়োজন না পড়লেও সুজয়কৃষ্ণকে হাসপাতালে রেখে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সুজয়কৃষ্ণের সামান্য মানসিক চাপ ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই।

ইডির আইনজীবীর কথায়, “সেখানে তিনি আরামে রয়েছেন। ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছে গল্প করছেন। বাইরের ভাল খাবার খাচ্ছেন।” ওই মামলাতেও অভিযুক্তের মেডিক্যাল রিপোর্ট তলব করেছে হাই কোর্ট।

প্রবল শীত বাধা দিচ্ছে উদ্ধারকাজে, চিনে ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ১৪৯

বেজিং, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তর-পশ্চিম চিনের পার্বত্য অঞ্চলে ৬.২ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪৯-এ পৌঁছেছে। ভূমিকম্পে আহতের সংখ্যা এক হাজারের বেশি। প্রবল শীতের জন্য বিঘ্নিত হচ্ছে উদ্ধারকাজ, পাশাপাশি প্রবল ঠান্ডার মধ্যেই ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি ভেঙে আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন বহু মানুষ। চিনের সময় অনুযায়ী, সোমবার রাত ১১.৫৯ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে চিনের গানসু এবং কিংহাই প্রদেশ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.২, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল গানসু প্রদেশের রাজধানী লানঝৌ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে, মাটি থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভয়াবহ এই ভূমিকম্পে অনেক বড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে। গানসু এবং কিংহাই এই দুই প্রদেশ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১৪৯। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি ঘর-বাড়ি। বুধবার সকালে প্রশাসনের পক্ষ হয়েছে, গানসু প্রদেশে ১৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে ও আহত হয়েছেন ৭৮২ জন এবং কিংহাই প্রদেশে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ জন ও ১৯৮ জন আহত হয়েছেন। ভূমিকম্পের পর চিনের বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এখনও অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।

মাথাভাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাক ঢুকে পড়ল বাড়িতে, আহত দুই

কোচবিহার, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড় পেট্রোল পাম্পের সামনে ঘটে গেলো একটি বড় দুর্ঘটনা। বুধবার সকালে একটি বাসকে বাঁচাতে গিয়ে একটি পণ্যবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি সকালে একটি ট্রাক মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। এরপর বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাসকে বাঁচাতে গিয়ে ট্রাকটি রাস্তার পাশে থাকা বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় ট্রাকের চালক---সহ দুইজন আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা বিভাগীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে

কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীরা উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপমান করতে কোনও কিছু বাকি রাখেনি : অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়কে উপহাস ও নকল করার জন্য কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীদের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীরা উপ-রাষ্ট্রপতিকে অপমান করতে কোনও কিছু বাকি রাখেনি। তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সমালোচনা করেছেন অনুরাগ ঠাকুর।

বুধবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, ’রাষ্ট্রপতির পরে দেশে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ আসে এবং কংগ্রেস ও তাঁদের সহযোগীরা তাঁকেও অপমান করতে কোনও কিছু বাকি রাখল না। এটি সংবিধান বিরোধী, সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী অথবা মল্লিকার্জুন খাড়গে কেউই এর নিন্দা করেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া উচিত। উপরাষ্ট্রপতির অপমান কি স্বাভাবিকভাবে নেওয়া উচিত?

বীরপাড়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধের

বীরপাড়া, ২০ ডিসেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া থানার এথেলবাড়ির কাছে রেলসেতু পারাপারের সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম জিতবাহান মাহালি (৬৫)।

জানা গেছে, জলপাইগুড়ির চালসার আইভিল চা বাগানের বাসিন্দা জিতবাহান ও তাঁর ভাই শিলবাহান বীরপাড়ার নাংডালা চা বাগানে এক আত্মীয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন। এদিন ডিমডিমা রেলসেতু পেরোচ্ছিলেন ওই বৃদ্ধ। সেইসময় ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে সেতু থেকে নদীতে পড়ে যান তিনি। শিলবাহান জানান, বাড়ি ফেরার জন্য সকালে বিন্নাগুড়ি স্টেশনে ট্রেন ধরতে রেললাইন ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন দু’জন। সেই সময় ট্রেন চলে আসে। শিলবাহান অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও ছিটকে পড়েন জিতবাহান। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালবাজারের জিআরপি।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রকে কণ্ঠরোধ করেছে : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রকে কণ্ঠরোধ করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে বললেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী। বুধবার সংসদ ভবনের সংবিধান সদনের সেন্ট্রাল হলে কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির বৈঠকে বক্তব্য রাখেন সোনিয়া গান্ধী। সোনিয়া বলেছেন, ’এই সরকার গণতন্ত্রকে কণ্ঠরোধ করেছে। এর আগে কখনও এতজন বিরোধী দলের সাংসদকে সংসদ থেকে বরখাস্ত করা হয়নি, এবং তাও কেবল একটি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায্য দাবি তোলার জন্য।’ সংসদ ভবনে নিরাপত্তা বিচ্যুতি প্রসঙ্গে সোনিয়া গান্ধী বলেছেন, ১৩ ডিসেম্বর যা ঘটেছে তা মেনে নেওয়া যায় না এবং ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে এবং ঘটনার বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করতে চার দিন সময় লেগেছিল এবং তিনি সংসদের বাইরে তা করেছিলেন। এটি করে, তিনি স্পষ্টভাবে সদনের মর্যাদার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা এবং আমাদের দেশের মানুষের প্রতি তাঁর অবজ্ঞার ইঙ্গিত দিয়েছেন।’

মুম্বইয়ের ডেরা থেকে জয় তুলে আনতে মরিয়া ফেরান্দোর বাগান

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): আজ মুম্বইয়ে আইএসএল ম্যাচে শক্তিশালী মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হচ্ছে মোহনবাগান। আইএসএলের ইতিহাসে মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে কখনও জিততে পারেনি মোহনবাগান। আজ আইএসএলে মুম্বাইয়ের মাঠে মুম্বই বাধা টপকাতে মরিয়া সবুজ-মেরুন শিবির। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত খারাপ রেকর্ড আছে বাগানের। সে নিয়ে ভাবছে না মোহনবাগান সিবির। আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা মরিয়া বিপক্ষের ডেরা থেকে পয়েন্ট ছিনিয়ে ঘরে ফিরতে।এখন পর্যন্ত ৭ ম্যাচ থেকে মোহনবাগানের সংগ্রহ ১৯ পয়েন্ট।রয়েছে টেবিলের

করোনার জন্য কর্ণাটকে নববর্ষ উদযাপনে কোনও বিধিনিষেধ নেই : দীনেশ গুন্ডু রাও

বেঙ্গালুরু, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : করোনার জন্য কর্ণাটকে নববর্ষ উদযাপনে কোনও বিধিনিষেধ নেই, বুধবার এই মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও। তিনি এদিন বলেন, পাঁচ দিন আগে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে কর্ণাটকে একজন ৬৪ বছর বয়সী ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। সেজন্য নববর্ষ উদযাপনে কোনও বিধিনিষেধ নেই।বুধবার সাংবাদিকদের একথা জানান কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ এল মাণ্ডভিয়ার সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের বৈঠকের পরে একথা বলেন কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও।

কর্ণাটকে একজন ৬৪ বছর বয়সী ব্যক্তির কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে। বর্তমানে, গোয়াতে ১৮টি এবং কেরল এবং মহারাষ্ট্রে একটি করে কোভিড কেস সহ দেশে কোভিড-১৯ জেএন-ওয়ান-এর ২০টি কেস সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। বুধবার সাংবাদিকরা ওই মৃত্যুর কারণ হিসেবে সার্সকভ-টু ভাইরাসের নতুন সাবভেরিয়েন্ট জেএন-ওয়ান কিনা জানতে চাইলে দীনেশ গুন্ডু রাও জানান, সেটা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।।

লোকসভা থেকে সাসপেন্ড আরও দু’জন সাংসদ, মোট বহিষ্কারের সংখ্যা বেড়ে ১৪৩

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন আরও দু’জন সাংসদ। বুধবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে সি থমাস ও এ এম আরিফকে। ’প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন এবং সদনের ওয়েলে প্রবেশ’ করার জন্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য এই দুই সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন মোট ১৪৩ জন সাংসদ।

লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত সাসপেন্ড হয়েছিলেন ১৪১ জন সাংসদ, আর বুধবার লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে আরও দু’জন সাংসদকে। এ বিষয়ে কেরালা কংগ্রেসের (মণি) থমাস চাজিকাদান বলেছেন, ’বিরোধীদের দাবি হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদনে এসে কী ঘটেছে এবং এর পিছনে কারণ (সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘন) ব্যাখ্যা করুন।’ লোকসভা সাংসদ এ এম আরিফ বলেছেন, ’আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সংসদে বিবৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। আমরা হাউসে প্রতিবাদ করেছিলাম। তারপর, আমাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।’

নবান্নে ঢুকে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : "দিল্লিতে মুখ্যমন্ত্রী লোক দেখিয়ে বাংলার প্রাপ্য টাকা চাইতে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখানে এসেছি বাংলার বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের বঞ্চনার কথা জানাতে।"শুক্রবারই বিরোধী দলনেতা জানিয়েছিলেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বৈঠকের দিনই নবান্ন এবং রাজভবনে পাল্টা কর্মসূচি করবেন। জানাবেন, বাংলায় বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের বঞ্চনার কথা। পাশাপাশি যে সমস্ত জায়গায় বিজেপি জনপ্রতিনিধি রয়েছেন, সেখানকার মানুষের প্রতি রাজ্য সরকারের বঞ্চনার কথা। সেই মতো বুধবার বেলায় দিল্লিতে মোদী-মমতা বৈঠক শেষ হওয়ার অনতিবিলম্বেই শুভেন্দুবাবুর গাড়ি প্রবেশ করে বাংলার প্রশাসনিক ভবন নবান্নে।নবান্নে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "বলে যাচ্ছি, আমরা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না। পিছু তাড়া করবই।'শুভেন্দুবাবু জানান, ভিতরে গিয়ে রাজ্যের মুখ্য সচিবের সঙ্গে দেখাও করেন তিনি। জানিয়ে আসেন বাংলা বিরোধী নেতাদের বঞ্চনার কথা। যেমনটা করবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দুবাবু।পরে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "এখানে বিজেপির জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠরোধ করা হয়। প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতেও ডাকা হয় না তাঁদের। এমনকি, তাঁদের এলাকার জনগণও সুযোগ সুবিধা পান না। এ ভাবে রাজ্য সরকার যে ভাবে বিরোধীদের প্রতি বঞ্চনা করছে, আমরা তারই পাল্টা কর্মসূচি করেছি এখানে।"

দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের অনতিবিলম্বেই নবান্নে এলেন শুভেন্দু অধিকারী। সকাল সাড়ে ১১টার কিছু পরেই তাঁর গাড়ি প্রবেশ করে নবান্নের চত্বরে। তিন জন বিধায়ককে সঙ্গে নিয়ে ভিতরে ঢোকেন রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা।

কাউকে কিছু না বলে, এভাবে নবান্নযাত্রা কেন? জবাবে শুভেন্দুবাবু বলেন, 'আগে বললে ঢুকতে দিত না। আমরা চার জন এসেছি। আধ ঘণ্টা আগে ফোনও করেছিলাম, তাতে দেখছি-দেখব করছিল প্রশাসন। তাই আর অপেক্ষা করিনি। এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণকে বঞ্চিত করছেন। মুখ্যসচিবের মাধ্যমে বার্তা দিয়ে গেলাম ওঁকে। এখানে বিরোধীদের ভোট দিলে ঘরছাড়া হতে হয়, ভোট লুঠ হয়, আবাস, বার্ধক্যভআতার টাকা দেওয়া হয় না। এই সরকার ফর দ্য ফ্যামিলি, বাই দ্যা ফ্যামিলি, অফ দ্য ফ্যামিলি নীতি নিয়ে চলছে। কেন্দ্র অনেক টাকা দিয়েছে, কী ভাবে নষ্ট হয়েছে, তার তালিকা দিয়েছি।"শুভেন্দুবাবু বলেন, "আমি সাড়ে ১০টার সময় ফোন করেছিলাম রাজ্যের মুখ্যসচিবকে। তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলছিলেন না। তাই আমি আর কিছু না বলেই চলে আসি। তবে আমরা আইন মেনে চলা নাগরিক। তাই প্রশাসনিক দফতরের চারপাশে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। তাই পাঁচজনের বেশি লোক নিয়ে আসিনি।"

বুধবার শুভেন্দুবাবুর সঙ্গে ছিলেন বাংলার তিন বিজেপি বিধায়ক চন্দনা বাউড়ি, বিশাল লামা এবং শঙ্কর ঘোষ। নবান্নে পৌঁছনোর পর তাঁরা হাতে পোস্টার নিয়ে ভিতরে ঢোকেন এবং দেখা করেন রাজ্যের মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে।

আবারও ফিরছে করোনা আতঙ্ক, নবান্নে বৈঠক

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : এই রাজ্যে সংক্রমণ এখনও না-বাড়লেও অন্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই থাবা বসাচ্ছে করোনার নতুন প্রজাতি। করোনার আগ্রাসন রুখতে রাজ্যে ফের তৎপরতা তুঙ্গে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে প্রতিটি রাজ্যকে সাবধানতা অবলম্বন করার বার্তা দেওয়া হয়েছে।কেন্দ্রের তরফে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়েছে। সেই নির্দেশিকা আসার পরেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব, হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে স্বাস্থ্যসচিব এবং স্বাস্থ্য ভবনের অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। বুধবার ফের করোনা নিয়ে বৈঠকে বসতে চলেছে নবান্নে।সূত্রের খবর, মঙ্গলবার নবান্নে একটি বৈঠক হয়। মুখ্যসচিবের কাছে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে ওই বৈঠকে। বুধবার ফের বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য। নবান্নেই হবে এই বৈঠক। তবে এখনও পর্যন্ত রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। তবে জারি হতে পারে কোনও এসওপি। ফিরে আসতে পারে মাস্ক ও স্যানিরাইজারের ব্যবহারও। নবান্নের পাশাপাশি সতর্ক কলকাতা কর্পোরেশনও।প্রসঙ্গত, আবারও ত্রাস ছড়াচ্ছে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট । নাম জেএন. ওয়ান। ইতিমধ্যেই দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৮০০ পার করেছে। উৎসবের মরশুমে সংক্রমণ আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সামনেই ২৫ ডিসেম্বর এবং তারপরেই ইংরেজি বর্ষবরণ। এই দু"টি দিন তো বহু মানুষ একসঙ্গে হন। এদিক সেদিক ঘুরতে যাওয়া থেকে শুরু করে পিকনিক এবং নানা রকমের উৎসব লেগেই থাকে। এমনকী ২৫ এবং ৩১ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে সারা শহরজুড়ে মানুষের ঢল উপচে পড়ে। তাই অবিলম্বে এই বিষয় পদক্ষেপ না-করলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে পারে সংক্রমণ। সেদিক থেকে আগাম সতর্ক থাকতেই বৈঠকে বসছে নবান্ন।

মানিক সরকার

● প্রথম পাতার পর

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের ওই মন্তব্য একান্তই ব্যক্তিগত। বিজেপিকে সরাতে এধরনের মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক বলেনা তিনি।আজ স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মানিক সরকার বলেন, সম্প্রতি ইন্ডিয়া জোট নিয়ে একাংশ মানুষ প্রশ্ন তুলে ছিল। কিন্তু গতকাল দিল্লিতে ২৮টি রাজনৈতিক দলের বৈঠকের পর সব প্রশ্নের অবসান ঘটেছে। ২৮টি রাজনৈতিক দললোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারাতে ঐক্যমতে লড়াই কবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।তাঁর কথায়, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচন দোরগড়ায় চলে এসেছে। দেশের অস্তিত্ব, গণতন্ত্র ও সংবিধানকে রক্ষার করার জন্য সব বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাঠে নামতে হবে। বিজেপির হারানোকে নিশ্চিত করতে বিরোধী দলের ঝুলিতে বেশিরভাগ ভোট আনতে হবে। সেই পন্থা অবলম্বন করেই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ২৮টি রাজনৈতিক দল লড়াই করবে।এদিন তিনি বলেন, রাজ্যে রাজ্যে সিপিএমের সরকার ক্ষমতায় নেই, তবুও দল সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করছে। সিপিএমের নেতৃত্বের সংসদের কোনো বড় পদ চাই না, তারা সাধারণ মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াতে চাই।

দিলেন মন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জনগণকে পরিষেবা প্রদানের জন্য নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের প্রতি পরিবহণমন্ত্রী আহ্বান জানান।তিনি আরো বলেন, যাদের প্রতিভা আছে তারাই সরকারি চাকরি পাচ্ছে! স্বচ্ছ নিয়োগ নীতিতে এগিয়ে চলছে সরকার। প্রত্যেকটি দপ্তরেই শূন্যপদ রয়েছে তা পূরণ করা হবে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর হাত থেকে অফার পেয়ে খুশি সরকারি নয়া-কর্মচারীরা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে তাদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এসএসকেএম নিয়ে তদন্ত চেয়ে জনস্বার্থ মামলা কলকাতা হাই কোর্টে

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিভিন্ন দুর্নীতিতে নাম থাকা অভিযুক্তদের আশ্রয় দিচ্ছে এসএসকেএম হাসপাতাল। এমনই অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল কলকাতা হাই কোর্টে।রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালই চিকিৎসা পরিষেবার অপব্যবহার করছে বলে ওই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে। এ নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপে আর্জি জানিয়েছেন মামলাকারী।

মামলাটি করেছেন আইনজীবী রমাপ্রসাদ সরকার। তাঁর আবেদন, ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন 'অভিযুক্তদের' সমস্ত মেডিক্যাল রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হোক। তা যাচাই করা হোক কোনও কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতালকে দিয়ে। ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকা অভিযুক্তদের কেস রেকর্ড যাতে আদালতে জমা করা হয়, তা নিয়ে সিবিআই এবং ইডিকে নির্দেশ দিক হাই কোর্ট। মামলাকারী দাবি করেছেন, বৃহত্তর জনস্বার্থে এই মামলা করেছেন। তিনি এবং তাঁর মতো বেশির ভাগ মানুষ চান এসএসকেএম হাসপাতালে সকলের জন্য সমান চিকিৎসা হোক। প্রভাবশালীদের অতিরিক্ত গুরুত্ব যেন না দেওয়া হয়।

হলফনামায় মামলাকারীর দাবি, "চিকিৎসার প্রয়োজন নেই অথচ, ওই হাসপাতালে প্রভাবশালীরা বেড (শয্যা) দখল করে রেখেছেন। সেখানে তাঁদের ভণ্ড চিকিৎসা চলছে। অসুস্থ সাধারণ মানুষ বেড পাচ্ছেন না। আশঙ্কাজনক রোগীরাও উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছেন না।"মামলাটি আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।উল্লেখ্য, মঙ্গলবারই নিয়োগ মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফ 'কালীঘাটের কাকু'র অন্তর্বর্তী জামিন মামলায় এসএসকেএম হাসপাতালের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইডি। তারা দাবি করেছে, চিকিৎসার প্রয়োজন না পড়লেও সুজয়কৃষ্ণকে হাসপাতালে রেখে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সুজয়কৃষ্ণের সামান্য মানসিক চাপ ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই।

ইডির আইনজীবীর কথায়, "সেখানে তিনি আরামে রয়েছেন। ভিডিয়ো ফুটেজে দেখা গিয়েছে গল্প করছেন। বাইরের ভাল খাবার খাচ্ছেন।" ওই মামলাতেও অভিযুক্তের মেডিক্যাল রিপোর্ট তলব করেছে হাই কোর্ট।

কোকরাঝাড়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের হাতে উদ্বোধিত বাথৌ মন্দির

কোকরাঝাড় (অসম), ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : কোকরাঝাড় জেলার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বাগানশালিতে নবনির্মিত বাথৌ থানচালির (বড়ো জনগোষ্ঠীর উপাসনাস্থল) উদ্বোধন করেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বড়ো জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক জীবনশৈলীতে তাঁদের উপাস্য দেবতা বাথৌ-এর প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করেন।এর আগে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে এক প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। তার সঙ্গে ছিলেন কোকরাঝাড় জেলার অভিভাবক-মন্ত্রী অশোক সিংঘল, বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো।বাথৌ মন্দির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষিণ কাঁচিবাড়ি খেলার মাঠে কোকরাঝাড় জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত "বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা" কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন। এর পর রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী অশোক সিংঘল, বিটিসি-প্রধান প্রমোদ বড়ো এবং সরকারি বিভিন্ন দফতরের পদস্থ ও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বিজনিতে অনুষ্ঠিত বিটিআর সরকারের তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যান।

ড. সরস্বতের

● প্রথম পাতার পর

তোলা হলে এই সুস্বাদু ফলের ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে করা যাবে। তিনি পিপিপি মডেলে ওয়ার হাউস গড়ে তোলার জন্যও শিল্পোদ্যোগীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পর্যটন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে পর্যটনের বিকাশে কাজ করার জন্যও তিনি শিল্পোদ্যোগীদের পরামর্শ দিয়েছেন।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সঙ্গে আলোচনাকালে নীতি আয়োগের সদস্য ড় ভি কে সরস্বত বলেন, রাজ্যের উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মানব সম্পদের বিকাশে তারা যেমন নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন তেমনি রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সব বিষয়েই বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে উদ্ভাবনীমূলক অনেক কাজ করা যায় এবং এই ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। সমৃদ্ধশালী ত্রিপুরা গড়ে তোলার কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে ছাত্রছাত্রীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় এমন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ড় সরস্বত পরামর্শ দিয়েছেন। রাজ্যে উৎপাদিত রাবারের কাঠ থেকে যাতে আসবাসপত্র তৈরি করা যায় সে বিষয়ে নজর দিতেও তিনি সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় দীর্ঘ বনাঞ্চল রয়েছে। এখানে পাওয়া বায়োমাসকে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। শুধু তাই নয় ত্রিপুরায় উৎপাদিত বাঁশকে ভিত্তি করে অনেক কিছু গড়ে তোলা যায়। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাবার টেকনোলজির উপর কোর্স চালু করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এক একটি বিষয়ের উপর রাজ্যে স্টেট অব এক্সিলেন্স থাকা উচিত বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের ফান্ডামেন্টাল কোর্স চালু করার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বৈঠকে নীতি আয়োগের সিনিয়র এডভাইজর রাজীব কুমার সেন বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দেন। রক্তাল্পতা, মানসিক স্বাস্থ্যের মতো বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করা হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমাজের সব অংশের মানুষ যাতে উন্নয়নের সুফল পেতে পারেন সেই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। বৈঠকে নীতি আয়োগের উপসচিব হেমন্ত কুমার মীনা, এআইএম-এর প্রোগ্রাম ডিরেক্টর হিমাংশু যোশী, রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, শিল্প দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি এবং তিনটি ক্ষেত্রের বিশিষ্টজন উপস্থিত ছিলেন।

বিএল সন্তোষ

● প্রথম পাতার পর

দল পুনর্গঠনই তাঁদের সফরের মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করা হচ্ছে।

আগুন

● প্রথম পাতার পর

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তা না হলে বড় আকার ধারণ করতে পারত বলে অভিমত স্থানীয় মানুষদের।

চোরের দল

● প্রথম পাতার পর

করে তদন্তের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। এই ধরনের ঘটনায় ধর্মনগরের ধর্মপ্রাণ নাগরিকরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। মন্দিরের পেছনের গেট ভেঙ্গে চুরি করা হয়েছে বলে ধারণা তাঁর। এমনকি চুরি সুবিধার্থে সিসিটিভি ক্যামেরার লাইন পর্যন্ত বিচ্যুত করে দিয়েছে চোরের দল।

আগরওয়াল

● প্রথম পাতার পর

পর্যালোচনা করেছেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত আই জি এদিন ত্রিপুরা সীমান্তের কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ডিজি বিএসএফ নিতিন আগরওয়ালকে অবহিত করেছেন।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরকে তলব ইডির

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার এক পার্থ-ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরকে তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বুধবার তাঁকে ইডির দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চলতি ডিসেম্বরেই কলকাতা ও বিধাননগর পুরসভার ২ তৃণমূল কাউন্সিলর, বাপ্পাদিত দাশগুপ্ত এবং দেবরাজ চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল সিবিআই। এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলর পার্থ সরকারকে তলব করা হল। কলকাতা পুরসভার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনি।

একটা সময় পর্থ চট্টোপাধ্যায়ের ডানহাত বলে পরিচিত ছিলেন পার্থ সরকার। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত মে মাসে তাঁর বেহালার পর্ণশ্রীর বাড়িতে হানা দিয়েছিল সিবিআই। তাঁকে একাধিকবার তলব করে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তদন্তকারীদের দাবি ছিল, নিয়োগ দুর্নীতিতে আর এক অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষকে জেরা করে জানা গিয়েছিল যে অযোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা এবং কয়েক কোটি টাকা এই পার্থ মারফৎই পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন।

সূত্রের খবর, নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় অযোগ্য প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্প্রতি পার্থ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক তথ্য পেয়েছে ইডি। জানা যাচ্ছে, গত ১২ বছরের তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্কের আর্থিক লেনদেনের নথি-সহ হাজির হতে বলা হয়েছে পার্থকে।

'বিচারপতি দে-কে সিআইডি-র মানসিক নির্যাতন', তদন্ত চায় বিজেপি

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : তদন্তের নামে বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী তথা কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি প্রতাপ চন্দ্র দে-কে রাজ্য পুলিশের সিআইডি ডেকে নিয়ে মানসিক নির্যাতন করছে। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনকে এই অভিযোগের তদন্ত করতে হবে বলে দাবি করলেন রাজ্য বিজেপি-র সহ-পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য।

অমিতবাবু বুধবার এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, "এটা বিচার বিভাগকে ভয় দেখানোর নির্লজ্জ প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিচারপতি অমৃতা সিনহার স্বামী প্রতাপ চন্দ্র দে কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান বিচারপতি। তাঁর স্ত্রী বিচারপতি অমৃতা সিনহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এবং তাঁর ভাইপো অভিষেক ব্যানার্জিকে জড়িত কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি বিষয়ে শুনানি করছেন। বিচারপতি দে-কে পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি তলব করে বিচারপতি সিনহার বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়ার জন্য হয়রানি করেছে। বিচারপতি দে সংশ্লিষ্ট কোনও বিষয়ে জড়িত নন। এটি অত্যন্ত গুরুতর এবং বার কাউন্সিলকে অবশ্যই উচ্চপর্যায়ে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।"

প্রসঙ্গত, কলকাতা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনকে লেখা চিঠিতে প্রতাপচন্দ্রের অভিযোগ, যে মামলায় তাঁকে সাক্ষী হিসেবে তলব করা হয়েছিল, তার সম্পর্কে প্রশ্ন করার বদলে বিচারপতি সিংহের বিষয়ে নানাবিধ তথ্য জানার চেষ্টা করেছেন সিআইডি অফিসারেরা। প্রতাপচন্দ্র যাতে স্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা সাজানো বয়ান দেন, তার জন্যও তাঁকে কুকথা বলার পাশাপাশি মানসিক নিপীড়নও চালানো হয়েছে বলে আইনজীবীর অভিযোগ। প্রতাপচন্দ্রের অভিযোগ, তাঁকে টাকা, বাড়ি, গাড়িরও টোপ দিয়েছেন তদন্তকারীরা। এ পর্যন্ত দু'দফায় প্রতাপচন্দ্রকে তলব করা হয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় দিন ন'ঘণ্টা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে মানসিক ভাবে নির্যাতন করা হয়েছে বলেই অভিযোগ তাঁর।

অরণ্য ভবনে ১১ ঘণ্টার তল্লাশি অভিযানের পর বিপুল সম্পত্তির হদিশ

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : রেশন বণ্টন দুর্নীতির তদন্তে নেমে মঙ্গলবার বন দফতরের প্রধান কার্যালয় অরণ্য ভবনে হানা দেয় ইডি। রেশন দুর্নীতি সংক্রান্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেখানে পাওয়া যেতে পারে, এমন খবরই ছিল ইডির কাছে। বন দফতরে জেলবন্দি মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ঘরেও চলে তল্লাশি অভিযান। ১১ ঘণ্টার তল্লাশি অভিযানের পর বিপুল সম্পত্তির হদিশ পেলেন ইডি আধিকারিকরা। ইডি সূত্রে বুধবার জানা যায়, বন দফতরে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়র ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ধান কেনাবেচার নথি। এছাড়াও সম্পত্তি কেনার কাজে ব্যবহৃত ৮০০টি "ব্যাকডেটেড" স্ট্যাম্প পেপার উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। এখানেই শেষ নয়। ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ত্রীর চেম্বার থেকে বালু ও তাঁর পরিবারের একাধিক সদস্যের নামে থাকা ১০ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট ও এলআইসি পলিসির বন্ড উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও দুটি সম্পত্তির নথি হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। ইডি আধিকারিকদের দাবি, বালুর দফতর থেকে এই বিপুল সম্পত্তির হদিশ মেলায় তদন্ত নতুন দিকে মোড় নিতে পারে। বনমন্ত্রীর দফতর থেকে ধান কেনাবেচার নথি উদ্ধার হওয়ার কারণে, প্রশ্ন উঠছে তিনি নিজেই কি ধান কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? বিপুল পরিমাণ "ব্যাকডেটেড" স্ট্যাম্প পেপার কেন তাঁর দফতরে রাখা ছিল? সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সম্পত্তি কিনে তা আইনত বৈধ করার জন্যই কি স্ট্যাম্প পেপারগুলি ওখানে জড়ো করা ছিল? তার উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

রেশন বণ্টন দুর্নীতিকাণ্ডে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও চালকল মালিক বাকিবুর রহমানের গ্রেফতারি পর বিপুল আর্থিক লেনদেনের তথ্য সামনে এসেছিল। তদন্তকারী সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, রেশন বণ্টন দুর্নীতির টাকা গিয়েছে ধৃত মন্ত্রীর স্ত্রী ও মেয়ের অ্যাকাউন্টে। এবার বন দফতর থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির হদিশ পেলেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

করোনার জন্য কর্ণাটকে নববর্ষ উদযাপনে কোনও বিধিনিষেধ নেই : দীনেশ গুন্ডু রাও

বেঙ্গালুরু, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : করোনার জন্য কর্ণাটকে নববর্ষ উদযাপনে কোনও বিধিনিষেধ নেই, বুধবার এই মন্তব্য করলেন কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও। তিনি এদিন বলেন, পাঁচ দিন আগে কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে কর্ণাটকে একজন ৬৪ বছর বয়সী ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল। সেজন্য নববর্ষ উদযাপনে কোনও বিধিনিষেধ নেই।বুধবার সাংবাদিকদের একথা জানান কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও। বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ এল মাণ্ডভিয়ার সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীদের বৈঠকের পরে একথা বলেন কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও।

কর্ণাটকে একজন ৬৪ বছর বয়সী ব্যক্তির কোভিড-১৯ সংক্রমণে মৃত্যু ঘটেছে। বর্তমানে, গোয়াতে ১৮টি এবং কেরল এবং মহারাষ্ট্রে একটি করে কোভিড কেস সহ দেশে কোভিড-১৯ জেএন-ওয়ান-এর ২০টি কেস সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। বুধবার সাংবাদিকরা ওই মৃত্যুর কারণ হিসেবে সার্সকভ-টু ভাইরাসের নতুন সাবভেরিয়েন্ট জেএন-ওয়ান কিনা জানতে চাইলে দীনেশ গুন্ডু রাও জানান, সেটা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।।

তমলুকে মৃত বাবার দেহ আগলে মেয়ে চাঞ্চল্য এলাকায়

তমলুক, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মৃত বাবার দেহ জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছে মেয়ে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার তাম্রলিপ্ত পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে পদুমবসান এলাকায়। বুধবার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে উদ্ধার করে দেহ।পদুমবসান এলাকারই এক বাড়িতে থাকতেন ভোলানাথ দে নামে ৮০ বছরের বৃদ্ধ। তিনি কৃষি দফতরে কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। সঙ্গে ছিল তাঁর ৩৫ বছরের মেয়ে মাম্ভ দে। তিনি আবার মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকে বাড়ির দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় পরিচারিকা আর বাড়িতে ঢুকতে পারেননি। প্রত্যহ বারবার দরজা ধাক্কা দিয়ে ও চিৎকার করে ডাকার পরেও ভেতর থেকে দরজা খোলেনি কেউ। ঘটনায় শোরগোল শুরু হয় এলাকায়। প্রতিবেশীরাই খবর দেন স্থানীয় কাউন্সিলরকে। খবর যায় তমলুক থানায়।বুধবার তমলুক থানার পুলিশ এসে স্থানীয়দের সহযোগিতায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায় ওই মহিলা তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান দীর্ঘ অনাহারের কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের। না খাওয়ার কারণে শারীরিকভাবে দুর্বল পড়েছেন ওই মহিলা। ইতিমধ্যেই বৃদ্ধের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে তাঁর মেয়েকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্থানীয় হাসপাতালে।

AFFIDAVIT

I, SRI TAPAN DEBNATH, S/O Late Ashutosh Debnath, resident of Indranagar, Near Banglarmath, PO Indranagar, PS New Capital Complex, District-West Tripura, State- Tripura, PIN-799006, by faith-Hindu, aged about 61 years, by profession-Pensioner, Citizen of India do hereby solemnly on oath and declare as follows:-

That, in my some relevant documents/Papers/ certificate etc. my father's name and surname has been recorded as ASHUTOSH DEBNATH and in my some other relevant documents/papers/ certificate etc, my father's name and surname has been recorded as ASUTOSH DEBNATH and in my some other relevant documents/papers/ certificate ete, my father's name and surname has been recorded as ASUTOS DEBNATH

this is true to my knowledge.

That, ASHUTOSH DEBNATH and ASUTOSH DEBNATH and ASUTOS DEBNATH, was is the same person i.e. my deceased father

this is true to my knowledge.

That, I am swearing this affidavit for avoiding any kind of future dispute regarding my deceased father's name and surname.

this is true to my knowledge.

The statement made above are true to my knowledge and I put my signature of this affidavit today on this 19th day of December, 2023 before the Notary Public at Agartala Court Premises, West Tripura.

Sd/-
Tapan Debnath

াঙ্গন

জাতীয় মহিলা টি-টোয়েন্টি আসরে শেষ ম্যাচে আজ ত্রিপুরা-ওড়িশা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা দলের শেষ খেলা আগামীকাল উড়িষ্যার বিরুদ্ধে। পয়েন্ট তালিকায় উড়িষ্যার অবস্থান ত্রিপুরা থেকে অনেকটা ভালো হলেও মূল পর্ব এবারও অধরা তাদের জন্য। কেননা জাতীয় মহিলা অনূর্ধ ২৩ টি২০ ক্রিকেট আসরে গ্রুপ এ থেকে মুম্বাই এবং হরিয়ানা যথারীতি মূল পর্বে খেলা অনেকটা নিশ্চিত করে নিয়েছে। মুম্বাইয়ের নিশ্চয়তা পাকা হলেও হরিয়ানা, হায়দ্রাবাদের মধ্যে টানা পোড়েন রয়েছে। কেননা দুই দল এখন পর্যন্ত সম অবস্থানে রয়েছে। যদিও কেরালাও একই অবস্থানে রয়েছে। তবে রান রেটের নিরিখে হরিয়ানা দ্বিতীয় শীর্ষে। হায়দ্রাবাদ ও কেরালা যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে। শেষ ম্যাচের দিকে তাকিয়ে তিন দল। এদিকে ত্রিপুরা এ পর্যন্ত ছয় ম্যাচ খেলে ৮ পয়েন্ট পেলেও আট দলীয় গ্রুপে সপ্তম স্থানে রয়েছে। ওড়িশার সংগৃহীত সম সংখ্যক পয়েন্টে অবস্থান পঞ্চম স্থানে। ত্রিপুরা অরুনাচল প্রদেশকে ৬২ রানে এবং জম্মু-কাশ্মীরকে পাঁচ উইকেটে হারানো ছাড়া এ পর্যন্ত বাকি চারটি ম্যাচে যথাক্রমে হরিয়ানার কাছে আট উইকেটে , মুম্বাইয়ের কাছে ১০ উইকেটে, কেরালার কাছে ১২ রানে এবং হায়দ্রাবাদের কাছে চার উইকেট পরাজিত হয়েছে। ওড়িশাও অরুণাচল প্রদেশকে ৯ উইকেটে এবং হায়দ্রাবাদকে চার উইকেটে হারাতে পেরেছে। আগামীকাল ময়দানে ত্রিপুরা উড়িষ্যার ম্যাচে কে জয়ী হয়, তাই এখন দেখার বিষয়।

বিজয় মার্চেন্ট : শূন্য হাতে শেষ ম্যাচে আজ থেকে ত্রিপুরা মুম্বাইয়ের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। খালি হাতেই ফিরছে ত্রিপুরা। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে।

আগামীকাল থেকে আসরের শেষ ম্যাচ খেলতে মাঠে নামছে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী তথা গ্রুপের শীর্ষে থাকা মুম্বাই। গুয়াহাটির আমিনগাঁও মাঠে হবে ম্যাচটি। অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে।

আসরে দু-দলই ৪ টি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। ৪ ম্যাচ খেলে মুম্বাইয়ের পয়েন্ট ১৮। ছয় দলীয় এলিট গ্রুপ ডি-তে মুম্বাই এর অবস্থান শীর্ষস্থানে। এমনকি মূল পর্বের খেলাও নিশ্চিত মুম্বাইয়ের। ত্রিপুরার ঝুলিতে এখনও কোনও পয়েন্ট নেই।

ফলে শক্তির বিচারে ত্রিপুরা থেকে অনেক এগিয়েই মাঠে নামবে মুম্বাই। দু-দলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। আসরে ৪ ম্যাচ খেলে নিলেও ত্রিপুরার একটি ম্যাচও ৩ দিন গড়ায়নি। দুদিনেই শেষ হয়েছে ম্যাচ। ৪ ম্যাচের মধ্যে ৩ টিতেই ত্রিপুরা পরাজিত হয়েছে ইনিংসে। শেষ ম্যাচে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা পরাজিত হয়েছিলো ৯ উইকেটে। ওই অবস্থায় শক্তিশালী মুম্বায়ের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার একঝাঁক অনভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারবে তা সময়ই বলবে। তবে ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছেন শেষ ম্যাচে ঘুরে দাড়াবেই ক্রিকেটাররা।

বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি : এলিট গ্রুপ-ডি

দল	ম্যা:	জ:	প:	ড্র	গড়	প:
মুম্বাই	৪	২	০	২	১.৯৩৩	১৮
তামিলনাড়ু	৪	২	০	২	১.৪৯৯	১৫
অন্ধ্র	৪	১	০	৩	১.৩৭১	১৫
বিদর্ভ	৪	১	২	১	১.০৮০	১০
ওড়িশা	৪	১	১	২	০.৬৪৯	৯
ত্রিপুরা	৪	০	৪	০	০.২৬৪	০

সদর অনূর্ধ ১৩ ছোটদের ক্রিকেটে আজ চারটি ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। একদিন বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার ৪ টি ম্যাচ। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর মাঠে শক্তিশালী এ ডি নগর খেলবে জি বি সি সি-র বিরুদ্ধে, তালতলা মাঠে চাম্পামুড়া খেলবে শতদল সঙ্ঘের বিরুদ্ধে, নিপকো মাঠে জুয়েলস খেলবে দশমীঘাট সি সি-র বিরুদ্ধে এবং নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ক্রিকেট অনুরাগী খেলবে মৌচাক সি সি-র বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে ৬ ম্যাচ খেলে সবকটিতে জয় পেয়ে সুপার ফোরে পৌঁছে গেছে খোকন দেবের দল এ ডি নগর সি সি। সুপারের লড়াইয়ে রয়েছে চাম্পামুড়া, ক্রিকেট অনুরাগীও। বাকি ৫ দলের কাছে ম্যাচটি নিয়মরক্ষার। বৃহস্পতিবার ফেভারিট হিসাবেই মাটে নামবে এ ডি নগর, চাম্পামুড়া ,জুয়েলস এবং অনুরাগী। ৮ দলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়।

আইপিএল-এ ৫ দামি ক্রিকেটার : শীর্ষে কেকেআর-এর স্টার্ক

দুবাই, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): আইপিএলের ইতিহাসে দুবাইয়ের নিলামে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার হয়ে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। তিনি ভেঙে দিয়েছিলেন গত মরসুমে স্যাম কারেনের রেকর্ড। তবে তার সে রেকর্ড বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেননি তারই সতীর্থ মিচেল স্টার্ক। দেখে নেওয়া যাক আইপিএল নিলামের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ৫ খেলোয়াড়কে।

মিচেল স্টার্ক(অস্ট্রেলিয়া):
২৪ কোটি ৭৫ লাখ
(কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০২৪)
গতকাল নিলামে আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হয়েছিলেন কামিন্স। তবে অস্ট্রেলিয়া অধিনায়কের সে রেকর্ড বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে দেননি মিচেল স্টার্ক। ২৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকাতে এই অস্ট্রেলিয়ান পেসারকে নিয়েছে কলকাতা। তাঁর ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি টাকা।

প্যাট কামিন্স(অস্ট্রেলিয়া):
২০ কোটি ৫০ লাখ
(সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ২০২৪)
গতবার আইপিএলে ছিলেন না কামিন্স। জাতীয় দলের হয়ে খেলেছেন ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, ও অ্যাশেজে। দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সর্বশেষ ভারতের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে ষষ্ঠবারের মতো দেশকে শিরোপা জিতিয়েছেন এ পেসার। ভারতে এবার তিনি ফিরছেন আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় দামি(২০ কোটি ৫০ লক্ষ)ক্রিকেটার হিসেবে।

স্যাম কারেন(অস্ট্রেলিয়া):
(১৮ কোটি ৫০ লাখ)
(পাঞ্জাব কিংস, ২০২৩)
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল ও টুর্নামেন্ট—সেরা হয়ে নিলামে এসেছিলেন কারেন। তাঁরও ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। তাঁকে নিয়ে মুম্বাইয়ের সঙ্গে লড়াই ছিল পাঞ্জাবের। শেষ পর্যন্ত ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকাতে তাঁকে দলে নেয় পাঞ্জাব, যেটি ছিল আইপিএলের ইতিহাসের সর্বোচ্চ। শুধু নিলামই নয়, সব মিলিয়েই আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়া ক্রিকেটার হয়ে যান তিনি।

ক্যামেরন গ্রিন(অস্ট্রেলিয়া):
১৭ কোটি ৫০ লাখ
(মুম্বাই ইন্ডিয়ানস, ২০২৩)
গত মরসুমে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দামি খেলোয়াড় ছিলেন ক্যামেরন গ্রিন। অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডারের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ১৭ কোটি ৫০ লাখ টাকাতে তাঁকে কেনে মুম্বাই। এবার নিলামের আগেই তাঁকে বেঙ্গালুরুর কাছে বিক্রি করে

বেন স্টোকস(ইংল্যান্ড):
১৬ কোটি ২৫ লাখ
(চেন্নাই সুপার কিংস, ২০২৩)
ইংল্যান্ড টেস্ট অধিনায়কের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি টাকা। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লক্ষ্মৌ সুপার জায়ান্টস ও চেন্নাইয়ের ত্রিমুখী লড়াইয়ের পর তাঁকে ১৬ কোটি ২৫ লাখ টাকায় কেনে চেন্নাই।

কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মিশন স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়, দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, স্কুলের ডিরেক্টর সুজিত রায়, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব অমিয় কুমার দাস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্রীমতি উত্তমা দেববর্মা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক ক্রীড়ায় সামগ্রিক চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রেড হাউস টিম। চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জনকারী হাউস ইনচার্জ, ক্যাপ্টেন এবং ভাইস ক্যাপ্টেন বিজয়ীদের পক্ষে ট্রফি গ্রহণ করে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান বেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় সম্পন্ন হওয়ায় স্কুলের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

WALK IN INTERVIEW FOR CONTRACTUAL ENGAEMENT
Applications are invited from the bonafide residents of Tripura for walk-in interview for contractual'part time basis of 1 (one) Yoga Teacher in PM SHRI DUPURIABAND HIGH SCHOOL Boxanagar, Sonamura, Sepahijala -Tripura.The interested candidates who are eligible may apply along with field up bio-data with necessary documents in a plain paper to the office of the undersigned on or before 24/12/2023 by lpm. Incomplete applications

Date of interview	place	time
27/12/2023	PM SHRI DUPURIABANDH HIGH SCHOOL	11.30AM

Eligibility criteria:-
1) Candidate must be domicile of Tripura.
2) Age. 18-40 Yrs. Upper age relaxation up to 5 year for SC/ST/PH.Candidates.
\Candidates must be Madhyamik Passed and Degree/Diploma certificate in the fiel Yoga.
Terms and conditions :-
1 \The engagement will be temporary and no work no pay basis.
2) The temporary engagement cannot be claimed for regularization for service
3) The engagement may be Continued or this continued any time depending upon the quality of service rendered by the candidate
4)Continuation of service is also depending upon the availability of fund,
5) The remuneration is Rs-200.(Two Hundred) only per Class(Maximum 30 classes ina month)
6) The authority reserves the right to make changes in the advertisement if required,
7) No TA/DA is admissible for appearing the interview,

ICA/D-1452/23

Md.Sirijul Islam
Teacher In-Charge
PM. Tedebepincdteaspelion School
Ashabati, Boxaflagay

//বিজ্ঞপ্তি//
এতদ্বারা অমরপুর ব্লকের অধীনে সকল গ্রাম পঞ্চায়েত/ ভিলেজ কমিটিতে বসবাসকারী সকল জনগণকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নলিখিত ০৬ (ছয়) জন বেনিফিসারীর নাম প্রধান মন্ত্রী গ্রামীন আবাস যোজনা (PMAY-G ও Awaas Plus, Annexure-D) অগ্রাধিকার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার জন্য সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ক্ষেত্রে কাহার ও কোন আপত্তি থাকিলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ PMAY-G সেকশনে অথবা ব্লক আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। যদি কোন বেনিফিসারী উক্ত সময়ের মধ্যে যোগাযোগ না করেন তাহলে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
List of beneficiaries for deletion from the Priority List of PMAY-G and Awaas Plus under Amarpur R.D Block

SL No	Name of GP/VC	Reg. No.	Beneficiary Name	Father's/Husband Name
1	Paschim Malbasa VC	TR103578219	Ayaphel Bibi	Alam Miah
2	Rangkang GP	TR122666982	Manindra Majumder	Banka Majumder
3	Purba Duluma VC	TR136167157	Lalit Priya Jamatia	Jugal hari Jamatia
4	Bampur GP	TR102426478	Rfv	dhj
5	East Malbasa VC	TR1211115	Katsa Jamatia	Prabir Kr. Jamatia
6	Rajkang VC	TR137098048	Bajendra Reang	Lt Harendra Reang

ICA/D-1456/23

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
অমরপুর আর.ডি. ব্লক
গোমতী জেলা

PNIT NO (e-TENDER) : e-PT-III/EE/RDSD/2023-24 DATED-18/12/2023
The Executive Engineer, RD Store Division, Gurkhabasti, Agartala invites e-tender for procurement of | ist marked Black Iron pipe as per specification of DNIT from eligible bidders upto 3.00 PM of 09/01/2024. For details visit website - https://tripuratenders.gov.in and contact at M- 9774488585. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3699/23

Executive Engineer
RD Store Division
Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/AM p/23/2023-24 Dated:-19/12/2023
The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites online tender on behalf of the "Governor of Tripura' percentage rate tender(s). The details are given below;

SL. NO	DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE & TIME OF OPENING
1	58/EE-IED/AMB/2023-24	17,39,191.00	34,784.00	Upto 17.00 Hrs on 02/01/2024	At 10.00 Hrs on 03/01/2024
2	68/EE-IED/AMB/2023-24	4,30,005.00	8,600.00		

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above
For and on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-3695/23

Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-64/EE/RD/TLM-DIV/2023-24, dt.18.12.2023.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System. in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on _ 28/12/2023 for O7(Seven) Nos. Civil works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-3691/23

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Tealimuar Division
Teliamura, Khowai Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

চলতি মরসুমে কৃষকদের থেকে সহায়ক মূল্যে

৫০ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। চলতি মরসুমে রাজ্যের ৪৯টি স্থানে কৃষক থেকে সহায়ক মূল্যে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার। সে বিষয়ে আজ কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং খাদ্য দফতরের মন্ত্রী ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন।

গত ১১ই ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের ৪৯টি স্থানে ধান ক্রয় কেন্দ্রে খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে কুইন্টাল প্রতি ২১৮৩ টাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে চলতি খারিফ মরসুমে উৎপাদিত ধান ক্রয় কর্মসূচির শুরু হয়েছে। এবছর রাজ্য সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

এই লক্ষ্যমাত্রাকে অর্জনের জন্য বুধবার দুপুরে সচিবালয়ের ভিডিও কনফারেন্স হলঘরে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং খাদ্য, জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এক বৈঠকে মিলিত হন।

এদিন খাদ্য জনসংভরণ ও ক্রেতাস্বার্থ বিষয়ক দপ্তর এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর-এর যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের ৪৯টি ধান ক্রয় কেন্দ্রে কৃষকদের কাছ থেকে চলমান ধান ক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন সারা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উপ-অধিকর্তাগণ, কৃষি তত্ত্বাবধায়কগণ এবং খাদ্য দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকগণ।

কৃষিমন্ত্রী ও খাদ্যমন্ত্রী কনফারেন্সে উপস্থিত আধিকারিকদের কাছ থেকে চলমান ধানক্রয়ের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হন এবং তাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। এই ভিডিও কনফারেন্সে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধিকর্তা নির্মল অধিকারী, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা শরদিন্দু দাস সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

জনতার হাতে আটক সন্দেহভাজন গাড়ি উদ্ধার নেশা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। জনতার হাতে আটক সন্দেহভাজন একটি গাড়ি। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কোয়কটি ব্রাউন সুগারের কৌটা ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে।পর্রবতী সময়ে ওই গাড়িটিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাধারঘাট স্টেডিয়াম সংলগ্ন শ্রীনগর এলাকায় টিআর০১-জি-৩৯১১ নম্বরের একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। এলাকাবাসীর সন্দেহ ওই গাড়িতে অসামাজিক কার্যকলাপ হয়ে থাকে। গতকাল সন্ধ্যায় গাড়িটিকে দেখে এলাকাবাসী জড়ো হয়ে আটক করে। তাতে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কয়েকটি ব্রাউন সুগারের কৌটা ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। সাথে সাথে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছ। পরবর্তী সময়ে আজ গাড়িটিকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

লোকসভা নির্বাচনে দলের তৎপরতা বৃদ্ধি

সোশ্যাল মিডিয়ায় দলীয় প্রচারকে শক্তিশালী করতে কংগ্রেসের কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। লোকসভা নির্বাচন সমাগত প্রায়। শাসক ও বিরোধী সবকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যেই ইতিমধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে রাজনৈতিক দলগুলিও সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে প্রচার চাঙ্গা করার কৌশল নিচ্ছে। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই কংগ্রেস দলও।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রদেশ কংগ্রেসকে আরো শক্তিশালী করতে এবং জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে এগুতে চাইছে প্রদেশ কংগ্রেস। উত্তর পূর্বাঞ্চল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ সায়ন্তিকা রায়ের উপস্থিতিতে বুধবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সোশ্যাল মিডিয়ায় দলীয় প্রচারকে শক্তিশালী করতে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা, উত্তর পূর্বাঞ্চল কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া ইনচার্জ সায়ন্তিকা রায় সহ অন্যান্যরা। এক সাক্ষাৎকারে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা জানান শাসক দল বর্তমানে বিরোধী দলকে দাপিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তার থেকে উত্তরণের জন্য জনমত গঠন করতে হবে। জনমত গঠনের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া সক্রিয় থাকলে দলের প্রচার প্রসার দিন দিন এগিয়ে যাবে। সেদিকে নজর দিতে জেলা ও মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দ কেউ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

লোকসভা থেকে সাসপেন্ড আরও দু’’জন সাংসদ মোট বহিষ্কারের সংখ্যা বেড়ে ১৪৩

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন আরও দু’’জন সাংসদ। বুধবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে সি থমাস ও এ এম আরিফকে। ’প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন এবং সদনের ওয়েলে প্রবেশ’ করার জন্য সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের বাকি সময়ের জন্য এই দুই সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এই নিয়ে লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হলেন মোট ১৪৩ জন সাংসদ।

লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত সাসপেন্ড হয়েছিলেন ১৪১ জন সাংসদ, আর বুধবার লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে আরও দু’’জন সাংসদকে। এ বিষয়ে কেরালা কংগ্রেসের (মণি) থমাস চাজিকাদান বলেছেন, ’বিরোধীদের দাবি হল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সদনে এসে কী ঘটেছে এবং এর পিছনে কারণ (সংসদে নিরাপত্তা লঙ্ঘন) ব্যাখ্যা করুন।’ লোকসভা সাংসদ এ এম আরিফ বলেছেন, ’আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সংসদে বিবৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলাম। আমরা হাউসে প্রতিবাদ করেছিলাম। তারপর, আমাদের সাসপেন্ড করা হয়েছে।’

মরিয়মনগরে বড়দিনের মেলার প্রস্তুতি শুরু প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। সামনেই বড়দিন উৎসব। এই বড়দিনকে সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও রাজধানীর মরিয়মনগরে মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। আজ এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে খ্রীস্টমাস বা বড়দিনের উৎসব সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক।

তিনি বলেন, আগামী ২৫ ডিসেম্বর সকালে প্রধান অনুষ্ঠানটি হবে মরিয়মনগর চার্চে। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এদিন চার্চে সকালে কেক কাটার মধ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হবে অনুষ্ঠানের। এরপরে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতি বছরের ন্যায় মেলার আয়োজন হবে। সেখানে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে মেলায় পসরা সাজিয়ে বসবেন দোকানীরা।

বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। মেলাকে শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করতে আরক্ষা প্রশাসনের কর্মীরা থাকবেন মেলা প্রাঙ্গনে। প্রত্যেককে শান্তিপূর্ণভাবে মেলায় অংশগ্রহণ করে মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান করেছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হল জম্মু কাশ্মীরে

জম্মু, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের ভূমিকম্প অনুভূত হল জম্মু কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায়। বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার জেলায় ৩.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, বুধবার বিকেলে এই ভূমিকম্প হয়। এই কম্পনের তীব্রতা ছিল ৩.৪ এবং এর গভীরতা ছিল ৫ কিমি।গত ২৪ ঘন্টায়, জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে কমপক্ষে ১১ রাউন্ড ভূমিকম্প হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, কম তীব্রতার কম্পন একটি ভাল লক্ষণ, কারণ এটি একটি বড় ভূমিকম্পের সম্ভাবনাকে হ্রাস করে।

বন্ধ রাসায়নিক গুদামে আগুন

জয়পুর, ২০ নভেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের জয়পুরে একটি বন্ধ রাসায়নিক কারখানার গুদামে বুধবার দুপুরে বিধ্বংসী আগুন লাগে। আগুন লাগার ঘটনায় সোদালা থানা এলাকার বাইস গোডাউন রিকো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গুদামের ভেতরে রাখা তিনটি ড্রামে বিস্ফোরণ ঘটলে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে একটি ডেইরি বুথ এবং একটি বাইকও সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশসহ দমকল বিভাগের সাতটি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এই আগুনে রাসায়নিক কারখানার গুদামের লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিসপত্র পুড়ে গিয়েছে। দমকল বিভাগের প্রধান আধিকারিক রাজেন্দ্র নগর জানান, রিকো এলাকায় একটি ছোট রাসায়নিক গুদাম রয়েছে। কেমিক্যাল ভর্তি আটটি ড্রাম গুদামে রাখা হয়েছিল। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পাশের একটি ট্রান্সফরমার থেকে আগুনের ফুলকি থেকে বন্ধ গুদামে আগুন লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। আগুনের কারণে রাসায়নিক ভর্তি একটি ড্রামে বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনের পাশাপাশি বিস্ফোরণের শব্দ শুনে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

দরিদ্রদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা আর্থিক চ্যালেঞ্জ : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.): দরিদ্রদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার সবচেয়ে বড় প্রতিকূলতা হল আর্থিক চ্যালেঞ্জ। বুধবার লোকসভায় এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ’বছরের পর বছর ধরে ’’তারিখের পর তারিখ’’ চলতে থাকে। পুলিশ বিচার ব্যবস্থাকে দায়ী করে। সরকার পুলিশ ও বিচার বিভাগকে দায়ী করে। পুলিশ ও বিচার বিভাগ এই বিলম্বের জন্য সরকারকে দায়ী করে। এখন আমরা নতুন আইনে অনেক কিছুই পরিষ্কার করেছি।’ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, ’সিআরপিসিতে ৪৮৪টি বিভাগ ছিল, এখন তাতে ৫৩১টি বিভাগ থাকবে। ১৭৭টি বিভাগে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ৯টি নতুন বিভাগ যুক্ত করা হয়েছে। ৩৯টি নতুন উপ-ধারা যুক্ত করা হয়েছে। ৪৪টি নতুন বিধান যোগ করা হয়েছে।’ অমিত শাহ এদিন লোকসভায় আরও বলেছেন, ’আমরা বলেছিলাম, অযোধ্যায় আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রামমন্দির তৈরি করব এবং ২২ জানুয়ারি সেখানে ভগবান রামের মূর্তি স্থাপন করা হবে। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরকার, যা বলে করেও দেখায়। আমরা বলেছিলাম, সংসদ ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দেব। কংগ্রেস বহুবার ক্ষমতায় এসেছিল এবং তারিখ দিতে থাকে কিন্তু আমরা প্রদান করেছি এবং নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়েছি।’

করোনার জেএন-১ প্রজাতি নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হওয়া দরকার : ড. ভি কে পাল

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : করোনার নতুন প্রজাতি জেএন-১ নিয়ে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক হওয়া দরকার, বুধবার এই মন্তব্য করলেন নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে পাল। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, করোনার নতুন প্রজাতি জেএন-১ নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, তবে সতর্ক থাকতে হবে।নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি কে পাল বুধবার রাজ্যগুলির সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠকের পরে সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি আরও বলেন, দেশে করোনায় বর্তমানে প্রায় ২৩০০ সক্রিয় কেস রয়েছে। করোনায় সাম্প্রতিক রোগীর সংখ্যা বাড়ার কারণ হল নতুন প্রজাতি জেএন-১। তিনি বলেন, এই প্রজাতি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই। বর্তমানে কেরল, তামিলনাড়ু, গোয়া এবং কর্ণাটকে করোনায় বেশিরভাগ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। গত দুই সপ্তাহে করোনার কারণে গুরুতর শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্তদের মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যগুলির সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি এবং সরকারের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এব্যাপারে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মনিটরিং ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। তিনি জানান, বৈঠকে রাজ্যগুলিকে হাসপাতালে সম্পূর্ণ প্রস্তুতি পরীক্ষা করতে বলা হয়েছে।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদের অপমান কোনও মতে বরদাস্ত নয় : জগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর (হি.স.) : উপহাস বিতর্কে রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখলেন সংসদের উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান তথা উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, ’আপনারা জগদীপ ধনখড়কে কতটা অপমান করছেন, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, কৃষক সম্প্রদায়, আমার সম্প্রদায়ের অপমান (অপমান) সহ্য করতে পারব না, আমি আমার পদের মর্যাদা যদি রক্ষা করিতে না পারি, তা সহ্য করতে পারব না, এই সদনের মর্যাদা রক্ষা করা আমার কর্তব্য।’এদিকে, উপহাস বিতর্কে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, ’মিমিক্রি করা একটা কলা...কেউ বলেনি এই মিমিক্রিটা ধনখড়জির জন্য ছিল...এত উঁচু পদে থাকা একজনের জাত নিয়ে কথা বলা কি মানায়?’ আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব বালিয়ান বলেছেন, এটা একেবারেই ভুল। সমগ্র কৃষক সমাজ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত।

প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে:সুধাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে প্রাণীজ খাদ্যের চাহিদা রয়েছে। তাই প্রাণীজ খাদ্য উৎপাদনে রাজ্যকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছর থেকে প্রাণীপালকদের সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। আজ বিলোনীয়ার পুরাতন টাউনহলে মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পে লাভার্থীদের সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, প্রাণীপালকদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর প্রাণীপালকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী সুধাংশু দাস আরও বলেন, প্রাণীজ খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে। প্রাণী স্বাস্থ্য সুরক্ষায়ও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রাণীপালকদের প্রাণী বীমার সুযোগ ও কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার প্রাণীপালকদের সহায়তায় ৯টি প্রকল্প চালু করেছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পে রাজ্যের অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর এমন ২ হাজার ৯০০ জন প্রাণীপালককে সহায়তা দেওয়া হবে। এই প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মাইলায়ু মগ, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্র। উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল রঞ্জন গোপ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক সাজু বাহিদ এ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উপঅধিকর্তা সুবীর দাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রাণীসম্পদ বিকাশমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীপালক সম্মাননিধি প্রকল্পে ১১ জন লাভার্থীর হাতে আর্থিক সহায়তা হিসেবে ব্যাঙ্কের চেকের রেপ্লিকা তুলে দেন। এই প্রকল্পে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ৩০০ জন প্রাণীপালককে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের দুদিনের রাজ্য সম্মেলন ২৩শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। ভারতীয় মজদুর সংঘ সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত বেশ কয়েক মাস ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সম্মেলন সংঘটিত করা সহ নানা সাংগঠনিক কর্মসূচি সংঘটিত করেছে।

আগামী ২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর ভারতীয় মজদুর সংঘের তৃতীয় ত্রি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সম্মেলনকে সামনে রেখে বুধবার রাজধানীর রবীন্দ্র ভবনের সামনে ভূমি পূজা করা হয়। ভারতীয় মজদুর সংঘ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সাধারন সম্পাদক তপন কুমার দেব জানান ভারতীয় মজদুর সংঘের তিন বছর পর পর সম্মেলন হয়ে থাকে। এই সম্মেলনে সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্বরা উপস্থিত থাকেন।

এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হয়। ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ২৪ ডিসেম্বর রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে প্রকাশ্য সমাবেশ।

স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের হাতে চাকুরী দেওয়া হয়েছে : সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ডিসেম্বর।। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে স্বচ্ছ নিয়োগ নীতি মাধ্যমে যোগ্য প্রত্যাশীদের হাতে চাকুরীর দেওয়া হয়েছে। আজ আগরতলা প্যালেস কম্পাউন্ডস্থিত ত্রিপুরা সরকারের রেজিস্ট্রার অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটির অফিস গৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে একথা বলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। এদিন কো-অপারেটিভ দপ্তরের ৫২ জন এবং সংখ্যালঘু দপ্তরের ০৫ সর্বমোট ৫৭ জনপ্রত্যাশীদের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দিয়েছেন সমবায়মন্ত্রী।এদিন তিনি বলেন, স্বরাষ্ট মন্ত্রী অমিত শাহ দেশকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলস চেষ্টা কোহলিয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করাও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথা, দেশের অর্থনৈতিক এবং সমাজকে উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে সমবায় দফতরের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ ডিসেম্বর।। কেন্দ্রীয় সরকার আয়ুষ্মান প্রকল্প সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগ সফল করতে স্কুলের শিক্ষকদের মাধ্যমে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঊনকোটি জেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঊনকোটি জেলা স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক আয়ুষ্মান ভারতের অধীনে সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং টিচার ইনচার্জদের নিয়ে একদিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে কৈলাসহর ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে।

এদিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস। ঊনকোটি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস। কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডক্টর শঙ্ক শুভ্র দেবনাথ, জেলা বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি কার্তিক দেববর্মা থেকে শুরু করে আরো অনেকে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উক্ত কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রানী দেবরায়। কিভাবে নিজেকে সুস্থ রাখা যায় এবং বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখা যায় সেইসব বিষয় নিয়েই আজকের এই কর্মশালায় আলোচনা করেন উপস্থিত অতিথিরা।

সুধী,
অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আগামী ৫ই পৌষ ১৪৩০ বাং(২২শে ডিসেম্বর ২০২৩ইং) শুক্রবার, সকাল ৯ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির প্রাঙ্গণে শিবযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। অতএব বিনীত নিবেদন যে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া সহযোগিতা করিবেন।
ইতি
বিনীত
রাজেশ দাস

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।